NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি ঘোষিত, ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচও

ফের হিংসায় উত্তাল মণিপুর ৭

কলকাতা ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ৯ পৌষ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৯৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.12.2024, Vol.18, Issue No. 194, 8 Pages, Price 3.00

অভয়ার বিচারের দাবিতে সিজিও অভিযানে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ইস্যুতে ফের উত্তপ্ত রাজপথ। অভয়ার সুবিচারের দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকদের সিজিও অভিযানে ধুন্ধুমার। সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে বিক্ষোভকারীদের প্রতীকী তালা পুলিশ খুলে ফেলতেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন তাঁরা। আরজি কর কাণ্ডে বিচারের ক্ষেত্রে ঢিলেমি করা হচ্ছে, সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখায় একাধিক চিকিৎসক সংগঠন।

আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক তরুণীর খুন ও ধর্ষণ মামলায় জামিন পেয়েছেন হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠেছিল। তবে সিবিআই চার্জশিট দিতে না পারায় তাঁদের জামিন হয়। তারপর থেকে অভয়ার সুবিচারের দাবিতে ফের পথে নেমেছে ডাক্তারদের একাধিক সংগঠন। কেন্দ্র এবং রাজ্য মিলে তদন্তকে শীত ঘুমে পাঠানোর চক্রান্ত করছে, এমন অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার দুপুরে সেন্ট্রাল পার্ক মেট্রো স্টেশনের সামনে জমায়েত করেন মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টর ফোরাম এবং নার্সেস ইউনিটির সদস্যরা।

এদিন দুপুর ২টো নাগাদ চিকিৎসক ও নার্স সংগঠনের সদস্য থেকে শুরু করে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে সিজিও কমপ্লেক্সের মেন গেটে প্রতীকী তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সেই তালা পুলিশের পক্ষ থেকে খুলে দিলে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন তাঁরা। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি বাধে। সিজিওর সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। উপস্থিত বিধাননগর পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

অভিযান শুরুর সময় চিকিৎসক বিপ্লব চন্দের অভিযোগ, 'সিএফএসএলের যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তাতে আরজি করে চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়, সেটার ইঙ্গিত মেলে। চারমাস পেরিয়ে গেলেও বিচার মেলেনি, সিবিআই নির্ধারিত সময়ে চার্জশিট দিতে পারেনি, তাতেও প্রশ্ন উঠছে যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের দুই তদন্তকারী সংস্থা কার্যত প্রকৃত সত্য গোপনের চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করা হবে।'

মধ্যরাতে বড়বাজার পর্তুগিজ চার্চে শিশু যীশুকে শ্রদ্ধাঞ্জলী ও বড়দিনের প্রার্থনা মুখ্যমন্ত্রীর।

বচসার মধ্যেই ত্রেতাকে গুলি, ধৃত বার মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুলি চালানোর অভিযোগে ধৃত পানশালার মালিক। শিবদাসপুর থানার নৈহাটির রাজেন্দ্রপুরে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের তীরবর্তী পানশালার ঘটনা। অভিযোগ, রবিবার গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থায় বচসা চলাকালীন পানশালার মালিক তন্ময় ঘোষ ওরফে সনু গুলি চালায়। সেই গুলি শৈবাল ঘোষ ওরফে সানু নামে এক ব্যক্তির বাঁ পায়ে লাগে। বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া মিলন নগরের বাসিন্দা শৈবাল কলকাতার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগের ভিত্তিতে শিবদাসপুর থানার পুলিশ সোমবার পানশালার মালিক তন্ময় ঘোষ ওরফে সনুকে গ্রেপ্তার করেছে।

যদিও পুলিশের দাবি, রবিবার রাতে তন্ময় ঘোষ ও শৈবাল ঘোষ নৈহাটির রাজেন্দ্রপুর মোড় থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মাদরাল মোড়ের কাছে পৌঁছনোর পর শৈবাল ঘোষ তাঁর বাঁ পায়ে যন্ত্রণা অনুভব করেন এবং বাঁ পায়ে হাঁটুর কাছে রক্ত ভিজে যায়। তৎক্ষনাৎ শৈবালকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের আরও দাবি, কী ভাবে শৈবাল ঘোষ গুলিবিদ্ধ হলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনা নিয়ে নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে বলেন, পানশালার মালিক সনু খুব নেশাভান করেন। মদ্যপ অবস্থায় পানশালার মালিক গুলি চালিয়েছে। তাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর অভিযোগ, এর আগেও দু'বার ওই পানশালার মালিক এহেন ঘটনা ঘটিয়েছিল।

রেশন মামলায় ইডির জালে বালু ঘনিষ্ঠ তিন

একবছর পর গ্রেপ্তারিতে প্রশ্ন আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় আবার সক্রিয় হল ইডি। এই মামলার জাল গোটাতে তৎপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নতুন করে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল। ইডি সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে দু'জন মিলের মালিক। অন্য একজন রেশন মামলায় ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কোম্পানির চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেড (সিএ) ছিলেন। একবছর আগে তাঁদের তিনজনের বাড়ি, অফিস, মিলে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। তারপর থেকেই তাঁরা তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন। তবে একবছর পর তাঁদের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন তুলল আদালত।

রেশন মামলায় সোমবার রাতে হিতেশ চন্দক, সুব্রত ঘোষ এবং শান্তনু ভট্টাচার্য নামে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে ইডি। গ্রেপ্তারির পর মঙ্গলবার ইডির বিশেষ আদালতে তাঁদের পেশ করা হলে, সেখানে বিচারকের প্রশ্নের মুখে পড়ে ইডি। আদালতে ইডি জানায়, ধৃতদের মধ্যে হিতেশ রাইস মিলের মালিক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভুয়ো কৃষকের নাম ব্যবহার করে টাকা নয়ছয় করেছেন তিনি। একবছর আগে তাঁর মিলে তল্লাশিও চালানো হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ইডির উদ্দেশে বিচারকের প্রশ্ন, 'একবছর আগে তল্লাশি হয়েছে, বয়ান নেওয়া হয়ে থাকলে এতদিন পর গ্রেপ্তার করলেন কেন?' সেই প্রশ্নের জবাবে ইডি জানায়, এই সময়ের মধ্যে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আরও লোকের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে 'অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি'কে জানানো হয়। একই সঙ্গে দুর্নীতির টাকা আরও কোথায় কোথায় ছড়িয়ে আছে, সেই সব দেখা হচ্ছিল।

হিতেশের মতো সুব্রতও এক রাইস মিলের মালিক। নবদ্বীপ পুলিশের খাতায় নাম রয়েছে তাঁর। সুব্রতের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছিল পুলিশ। দুর্নীতির টাকা কোথায় গিয়েছে, তা জানতে সুব্রতকে নিজেদের হেপাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন করে ইডি। তবে শুনানিতে সুব্রতের আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, একবছর আগে তাঁর মক্কেলের বাড়ি, অফিসে তল্লাশি করেছিল ইডি। এমনকি তাঁকে ইডি দপ্তরেও ডাকা হয়। তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তা হলে একবছর দু'মাস পর কোনও কারণ ছাড়াই কেন সুব্রতকে গ্রেপ্তার করা হল? তা শুনে বিচারক বলেন, 'সঙ্গত প্রশ্ন।' আইনজীবীর সুরেই বিচারক ইডির থেকে জানতে চান, 'এতদিনে আপনারা চার্জশিট দিয়েছেন। তাতে সুব্রতের নাম অভিযুক্ত হিসাবে ছিল না। হঠাৎ গ্রেপ্তার করলেন। কিন্তু এত দেরি কেন?' ইডির আইনজীবী জানান, তল্লাশি করে কী কী পাওয়া গিয়েছে তা আদালতে জানাতে পারেন তারা। বিচারক সে বিষয়ে জানতে চান। অন্য দিকে, ধৃত শান্তনুর সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয়ের সরাসরি যোগ রয়েছে বলে দাবি করে ইডি। তিনি জ্যোতিপ্রিয়ের সিএ ছিলেন। বকলমে বালুর সাতটি সংস্থার আর্থিক বিষয় দেখভাল করতেন তিনি। ইতিমধ্যেই এই মামলায় ইডি আদালতে জানিয়েছিল, বালুর সঙ্গে সম্পর্কিত সাতটি সংস্থার হদিশ মিলেছে। সেই সংস্থার মাধ্যমেই দুর্নীতির টাকা লেনদেন হত।

শান্তনুর গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয় চিকিৎসাধীন থাকাকালীন একটি ঘটনার উল্লেখও করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর জ্যোতিপ্রিয়কে রেশন মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। গ্রেপ্তারির পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় বেশ কিছুদিন এসএসকেএম হাসপাতালে তিনি ভর্তি থাকাকালীন ইডি একটি চিরকুট উদ্ধার করে। অভিযোগ, মেয়েকে হাসপাতালে বসে চিঠি লিখেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। সেই চিঠি ইডির হাতে পৌঁছয়।

হাতাহাতি

■ **চণ্ডীগড় পুরনিগমে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন আম আদমি পার্টি (আপ), বিজেপি এবং কংগ্রেস কাউন্সিলরেরা। নেপথ্যে 'অমিত শাহ'! মঙ্গলবারও চণ্ডীগড় পুরনিগমে কাউন্সিলরদের বৈঠকে দুই দল একত্রে শাহের পদত্যাগের দাবি জানায়। প্রথমে বিজেপি কাউন্সিলরদের সঙ্গে বচসা হয় দুই দলের কাউন্সিলরদের। তার পরেই শুরু হয় হাতাহাতি। দেখা যায়, সিসি ক্যামেরার ফুটেজের দিকে তাকিয়ে কিছু সময়ের জন্য থমকে যাচ্ছেন মারমুখী কাউন্সিলরেরা।**

জঙ্গিদের মাথা

■ **উত্তরপ্রদেশে নিহত তিন খলিস্তানি জঙ্গির সঙ্গে জুড়েছে 'খলিস্তান জুন্দিাবাদ ফোর্স'-এর নাম! বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য আগেই এই গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ করেছিল ভারত সরকার। সেই গোষ্ঠীর প্রধান রঞ্জিত সিংহ ওরফে নীতার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা জম্মু ও কাশ্মীরে হলেও বর্তমানে তিনি পাকিস্তানে রয়েছেন। সেখান থেকেই তিনি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা করেন বলে দাবি বিভিন্ন সূত্রের।**

আত্মহত্যা!

■ **পুত্র অতুল সুভাষকে আগেই হারিয়ে নাতির খোঁজেই এখন দিশাহারা অতুলের বাবা-মা। অতুলের বাবা বলেন, 'নাতিকে এক বারই ভিডিয়ো কলে দেখেছি। নাতিকে নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন।' তাঁর সন্দেহ নাতির ক্ষতি করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই তিনি নিজেদের কাছে নাতিকে নিরাপদে রাখতে চান। এর পরই অতুলের বাবার হুঁশিয়ারি, 'নাতিকে না ফিরে পেলে সপরিবার আত্মহত্যা করব।'**

বিনামূল্যে চিকিৎসা

■ **ধর্ষণ মামলায় নির্যাতিতাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে হবে হাসপাতালগুলিকে। যে কোনও ধরনের যৌন নির্যাতন, অ্যাসিড হামলা এবং নাবালক-নাবালিকা নির্যাতনের মামলার (পকসো) ক্ষেত্রেও আক্রান্তদের অবশ্যই এই সুবিধা দিতে হবে। সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। কেবল সরকারি হাসপাতাল নয়, বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমগুলির জন্য এই নির্দেশ কার্যকর হবে।**

বোসহীন

■ **রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংঘাতের আবহেই যাদবপুরে সমাবর্তন শুরু হল। প্রথা মেনে মঙ্গলবার সকালে প্রথমে কোর্ট বৈঠক হয়।**

জামিন খারিজ, বর্ষশেষেও জেলেই পার্থ সহ পাঁচজন

দেরির জন্য ইডিকে ধমক আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আপনাদের জন্যই দেরি হচ্ছে।' তদন্তকারী সংস্থার উদ্দেশে মঙ্গলবার আদালতে বলেন বিচারক। নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় ডিসেম্বরের মধ্যেই নিম্ন আদালতে চার্জ গঠন করার জন্য বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু চার্জ গঠনের আগে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তের আইনজীবী মামলা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এ নিয়ে মঙ্গলবার আদালতে ইডিকে ধমকও দেন বিচারক।

এই মামলায় মোট ৫৪ জন অভিযুক্ত রয়েছেন। ইডির দেওয়া নথি ছাড়াও, কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বেশ কয়েকজন অভিযুক্তের আইনজীবী এখনও পাননি বলে জানান আদালতে। সেই কারণেই বিচারকের ধমক শুনতে হয় তদন্তকারী সংস্থাকে। সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যে শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর হয়েছে পার্থর। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে জামিন দিতে হবে। তার আগে চার্জ গঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ সেরে নিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রক্রিয়া হয়ে গেলে ১ ফেব্রুয়ারির আগেও জামিন পেতে পারেন পার্থ। এই অবস্থায় মঙ্গলবার নিম্ন আদালতে শুনানির সময় জানা যায়, বেশ কয়েকজন অভিযুক্তের আইনজীবী নথি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

ইডির বক্তব্য, তারা একজনের নথি অন্যজনকে দিতে চাইছে না। তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারক। ইডিকে ধমক দিয়ে বলেন, তাঁকে যেন ইমপ্রেস করার চেষ্টা না করা হয়। ইডির জন্যই এই প্রক্রিয়ায় দেরি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন বিচারক। মঙ্গলবারের মধ্যেই ওই অভিযুক্তদের নথিপত্র দিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন বিচারক। কিন্তু ইডির তরফে আরও সময় চাওয়া হয়। ইডির আইনজীবীর বক্তব্য, মঙ্গলবারের মধ্যে কী ভাবে সম্ভব! সব নথি এক জায়গায় করতেই ৮-১০ ঘণ্টা সময় লেগে যায়।

ইডির তরফে সময় চাওয়া হলে বিচারক তাঁদের প্রস্তাব দেন, এখন থেকে কাজ শুরু করে দেওয়ার জন্য। রাতে কাজ শেষ করে, বুধবার সকাল ১০টার মধ্যে নথি দিয়ে দিতে বলেন তিনি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে সব আইনজীবীর নম্বর আছে কি না, তা-ও জানতে চান বিচারক। ঠিকানাও নিয়ে রাখার পরামর্শ দেন। বিচারক বলেন, 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে নথি দিয়ে আসবেন।' ইডির বক্তব্য, নথি দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করতে করতে আগামিকাল বিকেল ৪টে-৫টা বেজে যাবে। তবে এতটা দীর্ঘ সময় দিতে রাজি নন বিচারক। তাঁর নির্দেশ, দুপুর আড়াইটের মধ্যে নথি দিয়ে দিতে হবে।

নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় ইডি ইতিমধ্যেই চার্জশিট পেশ করেছে। তবে এখনও চার্জ গঠন হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ডিসেম্বরের মধ্যেই নিম্ন আদালতে চার্জ গঠন করতে হবে। জানুয়ারির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করতে হবে বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। এই অবস্থায় মঙ্গলবার বিচার ভবনে শুনানির সময় বিচারক জানিয়েছেন, ছুটির মধ্যেই এই মামলার শুনানি চলবে। বড়দিন এবং রবিবার ছাড়া অন্য দিন শুনানি হবে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবারও স্বস্তি মিলল না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর তৃতীয় বেঞ্চ। ফলে আরও বিপাকে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই সংক্রান্ত সিবিআইয়ের মামলা জামিন মিলল না এই দুর্নীতিতে যুক্ত বাকি চারজনেরও। তাঁদের আপাতত জেলেই থাকতে হবে। এ বিষয়ে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য মৌন থাকতে পারে না বলেও পর্যবেক্ষণ বিচারপতি চক্রবর্তীর।

মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৫ জনের জামিন মামলার শুনানি ছিল। সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, এসপি সিনহা, অশোককুমার সাহাও জামিনের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু ইডির আইনজীবীরা জোর সওয়াল করেন যে পার্থ-সহ অন্যান্যরা বেশ প্রভাবশালী হওয়ায় জামিন দিলে এই মামলার অনেক কিছু নষ্ট হতে পারে।

অভয়ার বাবা-মায়ের আর্জি, এখনই হস্তক্ষেপ নয় হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখনই হস্তক্ষেপ নয়, আগে জানতে হবে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্ত চলছে কি না। অভয়ার বাবা-মায়ের নতুন মামলার আর্জিতে একথাই জানালেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এদিন বিচারপতি জানালেন, মামলার শুনানিতে অসুবিধা নেই। তবে কিছু বিষয় আগে জানতে হবে। নির্যাতিতার পরিবারকে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ অথবা সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।

দিন কয়েক আগেই সিবিআই তদন্তে অনাস্থা প্রকাশ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভয়ার বাবা-মা। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী এদিন বলেন, 'আমরা সবসময় চেয়েছি নিরপেক্ষ তদন্ত

হোক। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে তদন্তের ভার দেয়। কিন্তু শীর্ষ আদালতের আগের দিনের শুনানিতে সিবিআই তদন্ত নিয়ে কোনও ইঙ্গিত নেই।'

পালটা সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, তিনটে স্টেটাস রিপোর্ট জমা পড়েছে। এর আগে হাইকোর্টে পাঁচ থেকে ছ'টি স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি জানতে চান সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্ত চলছে কি না। জবাবে, চলছে না বলেই জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী। এরপরই তাঁদের কাছে এর ব্যাখ্যা চান বিচারপতি ঘোষ। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৫ জানুয়ারি।

উল্লেখ্য, অগস্ট মাস থেকেই চর্চায় আরজি কর। তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল গোটা দেশ। তবে তিনমাসের মাথায় এই ঘটনায় জামিন পেয়েছেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। সিবিআই চার্জশিট পেশ করতে না পারায় তাঁদের জামিন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এরপরই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৩৩৪ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Kumar Mandal S/o. Nirod Bihare Mandal ও Prasanta Mandal S/o. N. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৩৩৫ নং এফিডেভিট বলে Liton Karmakar S/o. Gobinda Karmakar ও Litan Karmakar S/o. G. Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭২০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjib Bali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nemai Chandra Bali, Nimai Chandra Bali & N. Bali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

LICI পলিসি নং 424864002 এতে আমার নাম Estar Bibi, W/o- Mahabul Saikh আছে। গত ২২/১১/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Esatan Bibi, W/o- Mahbul Sekh নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ২১-১২-২০২৪ তারিখ একদিন পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে ভুলবশত কল্পা দাস লেখা ছিল। সঠিক নাম হবে কল্পনা দাস ভুল প্রকাশের জন্য ত্রুটি মার্জনীয়।

নাম-পদবী

LICI পলিসি নং 424855632 এতে আমার স্বামীর নাম Bellal Hossain Shaikh, S/o- Late Umesh Shaikh এবং নমীনি স্থানে আমার নাম Chhayara Bibi আছে। গত ২৩/১০/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Sairan Bibi, W/o- Bellal Hossain Sekh নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি শঙ্কর ভৌমিক, পিতা- জয়দেব ভৌমিক, গ্রাম- দঃ ধলাহারা, পোঃ- দঃ নারিকেলদা, থানা- নন্দকুমার, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর এর বাসিন্দা। আমার পাসপোর্টে (No.- M1370641) ভুলবশতঃ পিতা- জয়দেভ ভৌমিক হয়েছে। গত ১৩/১২/২৪ তারিখে তমলুক 1st Class J.M কোর্টের এফিডিভেট বলে শঙ্কর ভৌমিক, পিতা- জয়দেব ভৌমিক ও শঙ্কর ভৌমিক, পিতা- জয়দেব ভৌমিক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

NAME CORRECTION

I, **PARTH SANKI** s/o NABA KUMAR SANKI residing at GHORADAHA, Rajhati Bandar, Khanakul, Hooghly 712417, WB have declared before the first class judicial magistrate, Arambagh Court, Hooghly vide affidavit no 89AB564173, dated- 9.12.24, that have my father's name incorrectly spelt as **NAB KUMAR SANKI** in my CBSE Board mark sheet. The correct spelling is **NABA KUMAR SANKI** and should be considered so for all purposes.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে ডিসেম্বর। বড়দিন। ৯ ই পৌষ। বুধবার। দশমী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিশ্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

বৃষ রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পুজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে

মিথুন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির ছারা ক্ষতির সম্ভাবনা।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজো পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : এক অপরিচিত আচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে, জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ

কন্যা রাশি : বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পূজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেতার খারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যাক্স থেকে।

(আজ খ্রীষ্টমাস দিবস। প্রভু যীশুর ভুমিষ্ঠ দিবস। আজ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। আজ পার্শ্বনাথ দেব আবির্ভাব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগন ঃ শ্রী জিতেন্দ্র নাথ ধল, পিতা- স্বর্গতঃ বিনোদ বিহারী ধল, ঠিকানা-সাং-কুলতেঘরী, পোঃ- কেশবচক, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, প.ব., এনার পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা- শ্রী বিশ্বজিৎ দেঁড়ে, পিতা-শ্রী ঘন্টেশ্বর দেঁড়ে, সাং-কাঁড়ারিয়া, পোঃ- কেশবচক, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, প.ব., সম্পত্তির পরিমান-১৮.৫৭(আঠারো দশমিক পাঁচ সাত) শতক, শালি সম্পত্তি, কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা-কুলতেঘরী, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং -১১০৮, আর.এস. দাগ নং-৪৪৮, এল.আর. দাগ নং-৫৪৫, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং- **MN/2024/0608/13075,** উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ২৪.১২.২০২৪ তারিখ হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট, রেজি ঃ নং. ঃ F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর, হুগলী, পিন-৭১২৪১০
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগন ঃ শ্রী অমর নাথ বাগ, পিতা- শ্রী পঞ্চানন বাগ, ঠিকানা-সাং-ভঞ্জিপুর, পোঃ ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, প.ব., এনার পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা- শ্রী কৌশিক রায়, পিতা-স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় রায়, সাং-তুল্যান, পোঃ ও থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, প.ব., সম্পত্তির পরিমান-১৫.৫০(পনেরো দশমিক পাঁচ শূন্য) শতক, শালি সম্পত্তি, কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা-মোহনবাটী, জে.এল. নং-৫, এল.আর. খতিয়ান নং -১০৩৩ (১) আর.এস. দাগ নং-৭১৯, এল.আর. দাগ নং-৫১৩, (২) আর.এস. দাগ নং-৭২০, এল.আর. দাগ নং-৫১২, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং- **(1) MN/2024/0608/13078, (2) MN/2024/0608/13079,** উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ২৪.১২.২০২৪ তারিখ হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট, রেজি ঃ নং. ঃ F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর, হুগলী, পিন-৭১২৪১০
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগন ঃ (১) শ্রী অলোক নাথ ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ঘোষ, ঠিকানা-সাং-কুলতেঘরী, পোঃ- কেশবচক, ও থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, প.ব., (২) শ্রীমতী রীতা কুমার, স্বামী- শ্রী অরুন কান্তি কুমার, ঠিকানা-সাং-ও পোঃ- খামারচন্ডী, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৫, প.ব., এনাদের পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা- শ্রী কাশীনাথ প্রামানিক, পিতা- শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র প্রামানিক, সাং-কাঁড়ারিয়া, পোঃ- কেশবচক, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, প.ব., সম্পত্তির পরিমান-৪৭.৭৩(সাতচল্লিশ দশমিক সাত তিন) শতক, শ্রেনী- শালি, শুনা, বাস্তু, ডোবা সম্পত্তি, কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা-কুলতেঘরী, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং - ৭১৫, ১৪৫৭ ও ১৪৫৮, (১) আর.এস. দাগ নং-৬৯৯, এল.আর. দাগ নং-৯১৭, (২) আর.এস. দাগ নং-৭১৫, এল.আর. দাগ নং-৯২৫, (৩) আর.এস. দাগ নং-৭১১, এল.আর. দাগ নং-৯২৩, (৪) আর.এস. দাগ নং-৭১২, এল.আর. দাগ নং-৯২৭, (৫) আর.এস. দাগ নং-৭০৭, এল.আর. নং-৯৩০, (৬) আর.এস. দাগ নং-৭০৮, এল.আর. দাগ নং-৯২৯, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং- **(1) MN/2024/0608/13072, (2) MN/2024/0608/13077,** উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ২৪.১২.২০২৪ তারিখ হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট, রেজি ঃ নং. ঃ F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর, হুগলী, পিন-৭১২৪১০
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

বিজ্ঞপ্তি

জেলা মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জর্জ আদালত
Probate Case No.-34/24
অশোক পাত্র, ...দরখাস্তকারী
-বনাম-
অমল পাত্র দীং ...প্রতিপক্ষগন

ধার্য্য দিন ইং ২৯.০১.২০২৫ তারিখ

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত বরাডিহা সাকিনের সর্বসাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত মোহন চন্দ্র পাত্রর লিখিয়া দেওয়া গত ইং ১৮/০৪/২০১২ তারিখের সম্পাদিত উইলের Probate পাওনের জন্য উপরিউক্ত দরখাস্তকারী উক্ত আদালতে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবু গনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর (লোকাল), মৌজা-বরাডিহা, জে.এল. নং-২২৭, খতিয়ান নং-৪২৪, ইতি

আদেশানুসারে
Laxman Sing
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জর্জ আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর ।
তাং- ২৪/১২/২৪

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগন ঃ শ্রী তন্ময় মন্ডল, পিতা- শ্রী ধীরাজ মন্ডল, ঠিকানা-সাং-মাকড়ার, পোঃ- রামনারায়নপুর, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০১, প.ব., এনার পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা- শ্রী চঞ্চল ভৌমিক, পিতা- শ্রী চন্ডীচরন ভৌমিক, সাং- কৃষ্ণবাটী, পোঃ- কুলবাতপুর, থানা-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১৪, প.ব., সম্পত্তির পরিমান-১৬(ষোলো) শতক, শালি সম্পত্তি, কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা-কুলতেঘরী, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং -১৬৬৯, (১) আর.এস. দাগ নং-১৩৬৬, এল.আর. দাগ নং-১০৮২, (২) আর.এস. দাগ নং-১৫০৬ , এল.আর. দাগ নং-১০৮৯, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং- **MN/2024/0608/13075,** উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ২৪.১২.২০২৪ তারিখ হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট, রেজি ঃ নং. ঃ F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর, হুগলী, পিন-৭১২৪১০
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, আমার মক্কেল বিবেকানন্দ অধিকারী পিতা- স্বর্গীয় বিনয় ভূষণ অধিকারী ও সুস্মিতা চন্দ অধিকারী স্বামী- বিবেকানন্দ অধিকারী, সাং- রাজাবাগান, পোষ্ট- সুখচর, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা- ৭০০১১৫, গত ইংরাজী ১৫/০৭/২০২৪ তারিখ, মৌজা-সোদপুর, জে. এল. নং- ৮, এল. আর. দাগ নং- ২৬/৪৭২, এল. আর. খতিয়ান নং- ৪৮৬, জমির পরিমাণ ০১ কাঠা ১৪ ছটাক ২১ বর্গফুট তদুপরিস্থিত ত্রিতল গৃহাদির মোট পরিমাপ ১৭০৯ বর্গফুট অবর নিবন্ধক অফিস সোদপুর দলিল নং I-১৫২৪০৫২০৬ এখানে বিক্রেতা নম্বর ৩ পিয়ালি ভট্টাচার্য্য, স্বামী- তনয় ভট্টাচার্য্য নিযুক্তিয় আমমোক্তার শ্রাবণী চক্রবর্তী, পিতা- দীপঙ্কর চক্রবর্তী, সাং- ৭৭, কাঁকুড়গাছি, সেকেন্ড লেন, থানা- ফুলবাগান, কোলকাতা- ৭০০০৫৪, মূলে বিক্রয় করেন আমমোক্তার নম্বর- আটলান্টা, মেমো নং- ATL/POA/1763/24, তাং-০৫/০৬/২০২৪, এক্ষণে আমার মক্কেল নিজ নাম পত্তন করিতে চায়, বি. এল, এন্ড. এল. আর ও. ব্যারাকপুর-II উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে।

সুবীর কুমার সরকার
অ্যাডভোকেট
মো-9163463849

NOTICE

IN THE DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, CHINSURAH, HOOGHLY,
NNICE Building, Ground Floor, Joraghat, P.O- Chinsurah, District- Hooghly, PIN-712101, State- West Bengal.

EXECUTION APPLICATION NO. 17 OF 2023

Arising Out of Consumer Complaint No 100 of 2010
Sri Jayanta Dey....Petitioner/Dhr
-Versus-
Shivam Enterprise & ors ...Opposite Parties/Jdrs

NOTICE THROUGH PUBLICATION

To,
Shivam Enterprise,
Represented by its proprietor **Smt. Sukanya Banerjee,** W/o. Sri Partha Banerjee, Residing at "Succhay", 130, Station Road, P.O. & P.S. Bhadreswar, District- Hooghly, PIN-712124.

Whereas, the above named Petitioner/Dhr has instituted the above noted Execution Application against you u/s.71/72 of the Consumer Protection Act, 2019.

You are hereby directed to appear before this Commission on the **30.12.2024 at 10.30 o'clock in the Forenoon** personally or through a duly authorized counsel of the Court to answer why the relief(s) claimed by the Complainant against you should not be granted failing which the Commission will proceed ex-parte against you.

Given under my hand and the seal of the Ld. District Consumer Disputes Redressal Commission, Chinsurah, Hooghly, West Bengal on the 5th day of November, 2024.

Sd/-
Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷

(আমমোক্তার নামা)

১)শ্রী অনিল কুমার নাগ পিতা ৺হরেন্দ্র কুমার নাগ সাকিম ১০৪ মাধবীতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, **২)শ্রীমত্যা রিক্তা নাগ** স্বামী ৺শান্তি রঞ্জন নাগ, **৩)শ্রী রাজীব কুমার নাগ** পিতা ৺শান্তি রঞ্জন নাগ, ২ ও ৩ এর সাকিম কপিলেশ্বর, বরজাগুলি, বীজপুর, নদীয়া-৭৪১২২১, **৪)শ্রী সঞ্জয় নাগ** পিতা ৺চিত্তরঞ্জন নাগ সাকিম খামারপাড়া দেশপ্রিয় সরনী, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, **৫)শ্রীমতী শুভ্রা সেন** স্বামী গনেশ চন্দ্র সেন, সাকিম আন্দুল, মৌরী, সাঁকরাইল, হাওড়া-৭১১৩০২, **৬)শ্রীমতী সুরশ্রী দত্ত** স্বামী বিপুল দত্ত, সাকিম ডি. এন ব্যানার্জী রোড, বাঙ্গুরপার্ক, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮, ৫ ও ৬ এর পিতা ৺চিত্তরঞ্জন নাগ, **৭)শ্রী স্বপন কুমার নাগ, ৮) শ্রী শ্যামল নাগ, ৯)শ্রী সুদীপ নাগ,** ৭,৮,৯ এর পিতা ৺মনোরঞ্জন নাগ, সাকিম খামারপাড়া দেশপ্রিয় সরনী, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, **১০)শ্রীমতী রমা রাউৎ** স্বামী শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বাউৎ সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা লেন, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, **১১)শ্রীমতী রেখা সুর** স্বামী তপন সুর, সাকিম গৌরাঙ্গতলা ৪৭/৪ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পূজালী, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭০০১৩৮, **১২)শ্রীমতী রেবা সরকার** স্বামী দুলাল সরকার, সাকিম বেহুলা আয়দা কিসমত, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, **১৩)শ্রীমতী রাখী দেব** স্বামী শ্রী তাপস দেব, সাকিম কালিয়াগড় জিরাট, জিরাট, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১, **১৪)শ্রীমতী রিমী বাসু** স্বামী শ্রী অনির্বাণ বাসু, সাকিম ৪৩০ বঙ্গনন্দ আশিয়ানা গার্ডেন, তামলিয়া বাহারডারি, মাঙ্গ, তামলিয়া, জামসেদপুর-৮৩১০১২, ১০ হইতে ১৪ নং এর পিতা ৺মনোরঞ্জন নাগ, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং 22/09/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5701/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী গোপাল সরকার** পিতা ৺নরেশ চন্দ্র সরকার, সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা লেন, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ক)বিগত ইং 26/09/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5782/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সজল সরকার** পিতা যোগেন্দ্র চন্দ্র সরকার সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা লেন(দত্ত পুকুর), বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে ০.০৩২ একর, খ)বিগত ইং 12/12/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7808/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী মৌসুমী গাঙ্গুলী** স্বামী রথীন গাঙ্গুলী সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা লেন, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়াকে ০.০২৭ একর, গ)বিগত ইং 26/09/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5783/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী বন্দনা ঘোষ** স্বামী গোপাল ঘোষ সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা লেন(দত্ত পুকুর), বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়াকে ০.০৩৩ একর, ঘ)বিগত ইং 26/09/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5781/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী পিংকি ঠাকুর,** স্বামী শ্রী সোমনাথ ঠাকুর, সাকিম বাঁশবেড়িয়া বেনিয়া লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়াকে ০.০২২ একর, একুনে মোট চারটি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে (০.০৩২+০.০২৭+০.০৩৩+০.০২২ একর)বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা খামারপাড়া, সাবেক ৭/২২ হাল ২২ নং জে.এল ভুক্ত, ক)আর.এস. ৬০৪ নং তথা হাল এল.আর. ১০১৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৯৮৭ নং তথা হাল এল.আর. ১৩০৬ নং দাগে বাগান জমি ০.০৮১ একর সম্পত্তি ও খ) আর.এস. ৬০৫ নং তথা হাল এল.আর. ১০১৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৯৮২ নং তথা হাল এল.আর. ১২৯৯ নং দাগে বাগান জমি ০.১৩৫ একর অত্র আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **ক)শ্রী সজল সরকার** পিতা যোগেন্দ্র চন্দ্র সরকার, **খ)শ্রীমতী মৌসুমী গাঙ্গুলী** স্বামী রথীন গাঙ্গুলী, **গ) শ্রীমতী বন্দনা ঘোষ** স্বামী গোপাল ঘোষ, **ঘ) শ্রীমতী পিংকি ঠাকুর,** স্বামী শ্রী সোমনাথ ঠাকুর, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

দখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার চেষ্টা সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে দখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। গোটা রাজ্যে এমন পাঁচশোটির বেশি শত্রু সম্পত্তি বা এনিমি প্রপার্টি দখলদারদের হাতে চলে গিয়েছে। তার মধ্যে ৪৯টি সম্পত্তি দখলমুক্ত করে সরকারের হাতে ফেরানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এরাজ্যের শত্রু সম্পত্তিগুলির পরিস্থিতি দেখতে সম্প্রতি এক সমীক্ষা করে। সেখানেই এই তথ্য উঠে এসেছে বলে জানা গেছে। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী এরাজ্যে মোট ৪ হাজার ৩৭৬ টি শত্রু সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ৩২০টি সম্পত্তি পাকিস্তানের,বাকিগুলি চীনের। এই সম্পত্তিগুলির মধ্যে ৫৩৫টি বেআইনি দখলে চলে গিয়েছে বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। এখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে ৪৯টি সম্পত্তি বা বাড়ি খালি করার জন্য নোটিস দেওয়া হয়েছে। বাকি সম্পত্তি গুলিও দ্রুত দখলমুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এরাজ্যে যে শত্রু সম্পত্তিগুলি রয়েছে, তার সিংহভাগ মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। ১,৭২৫টি সম্পত্তি রয়েছে সেখানে। এরপর সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি রয়েছে কোচবিহারে ৭১১টি। পূর্ব বর্ধমানে শত্রু সম্পত্তির সংখ্যা আছে ৬২৫। সংখ্যাটি বীরভূমে ৪২৭ এবং আলিপুরদুয়ারে ১০০। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রের খবর, এনিমি প্রপার্টিগুলি কী অবস্থায় আছে, তার দেখভালের দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে জেলাশাসকদের। এমন কোনও সম্পত্তি যদি দখলদারদের হাতে চলে যায়, তবে তা দখলমুক্ত করার দায়িত্ব তাদেরই। সেই উদ্যোগ রাজ্যে শুরু হয়েছে। মন্ত্রক সূত্রের খবর, এই রাজ্যের এমন সম্পত্তির বেশকিছু লিজে দেওয়া থাকলেও গত তিনবছরে কোনোটির বিক্রিবাটা হয়নি।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার উদ্যোগ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর উদ্যোগী হচ্ছে। প্লাস্টিক বা পলেথিন অভিশাপ মুক্ত আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের প্রথম ধাপ হিসেবে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাটের ব্যাগ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট চালু হয়েছে রাজারহাট গোপালপুর রামকুমার কমলা বিদ্যালয়ে। বুধবার এক অনুষ্ঠানে নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের হাতে পাটের সুসজ্জিত ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ দপ্তরের সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি শামিম কুমার বাড়ই, রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী-সহ অন্যান্যরা।

শামিম বাড়ই বলেন, 'ভবিষ্যতে আরও সচেতনতামূলক নতুন নতুন প্রকল্প সামিল হওয়ার ইচ্ছা আছে দ বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী ও স্থানীয় বোরো চেয়ারম্যান সাহনওয়াজ আলী মন্ডল এই কাজের প্রশংসা করেন। ছাত্র ছাত্রীদের এই পরিবেশ সচেতনতার কাজে পরিবেশ দপ্তরকে সার্বিক সহায়তা করেছেন রামকুমার কমলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌরব দাস ও সহকারী প্রধান শিক্ষক তুষার দাস, শিক্ষক মিন্টু বাড়ই সহ অন্যান্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা। প্রত্যেকেই আপ্লুত। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে দেবাশীষ সরকার বলেন, এই মহতী কাজের জন্য পরিবেশ দপ্তর প্রথম বিদ্যালয় হিসেবে আমাদের এই বিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছে। সামনে এরকম আরও সচেতনতার কাজে পরিবেশ দপ্তরকে সাহায্য করব।

সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের জন্ম শতবার্ষিকী আলোচনা চক্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাহিত্য অকাদেমি ও বাংলা বিভাগ, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন আয়োজিত নারায়ণ সান্যাল জন্ম শতবার্ষিকী আলোচনা চক্র সম্পন্ন হল সোমবার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাহিত্য অকাদেমি'র বাংলা উপদেশক পর্ষদের আহ্বায়ক শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু। নারায়ণ সান্যাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সাহিত্য অকাদেমি'র আলোচনা চক্র শুনতে নির্দিষ্ট পাঠক/শ্রোতা আগে যেতেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে আজ সাহিত্য অকাদেমি পাঠকদের কাছে গিয়ে (কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়) অনুষ্ঠান করছেন।' এজন্য তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি নারায়ণ সান্যালের সাহিত্য প্রতিভার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

সাহিত্য অকাদেমি, পূর্বাঞ্চল'র কার্যক্রম আধিকারিক অভিষেক রথ'র স্বাগত ভাষণ এবং অধ্যক্ষ, স্বাগতা দাসমোহান্তর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে নারায়ণ সান্যালের সাহিত্য ভাবনার নিত্য নতুন বিষয়বস্তুর পল্লবগ্রাহী আলোচনা শুরু হয়। উপস্থিত নারায়ণ সান্যালের জীবনী, শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, রম্য রচনা, ভ্রমণ সাহিত্য, শিশু কিশোর সাহিত্য, গোয়েন্দা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে-সভামুখ্য স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজ, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক রোজিঙ্কা চৌধুরী, অধ্যাপিকা দেবলীনা শেঠ, অধ্যাপিকা গোপা দত্ত ভৌমিক, অধ্যাপক রঙ্গনকান্তি জানা, অধ্যাপক পলাশবরণ পাল, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সাহিত্যিক নীহারুল ইসলাম, সাহিত্য অকাদেমি'র যুব পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক বিনোদ ঘোষাল। কলেজ পরিচালনা সমিতির সভাপতি ডক্টর অঞ্জন সিনহা মহাশয়ের সমাপ্তি ভাষণ ও ডঃ দেবতুষি মিশ্র চৌধুরী, ডঃ অর্জুন বিশ্বাসের যৌথ সঞ্চালনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সুড়ঙ্গ পরিদর্শন মেট্রো জিএম, কেএমআরসিএল'র এমডি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো রেলের জিএম এবং কেএমআরসিএল-এর চেয়ারম্যান পি উদয় কুমার রেড্ডি, মেট্রো রেলের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং কেএমআরসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনুজ মিত্তল এবং মেট্রো রেল ও কেএমআরসিএল-এর অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা গ্রিন লাইনের এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদা সেকশনের মধ্যে পশ্চিমমুখী সুড়ঙ্গের কাজ শেষ করার নির্ধারিত সময়সূচির একদিন আগে পরিদর্শন করেন।

প্রসঙ্গত, গত ৩১ অগাস্ট জল ঢোকা ও ধসের কারণে বউবাজার এলাকায় এবং গত ২০২২ সালের ১১ মে এবং ১৪ অক্টোবরের একই ধরনের আরও দুটি ঘটনার কারণে এ অংশের কাজ ব্যাহত হয়। এরপর পাঁচ বছর ধরে উন্নত রেট্রোফিটিং পদ্ধতি, জিওফিজিক্যাল তদন্ত এবং আধুনিক ট্র্যাক ফিটিং সহ জিও স্ট্যাবিলাইজেশন কৌশল ব্যবহার করে সমগ্র ঘটনা আয়ত্ত্বের মধ্যে আনা হয়। এই ঘটনায় মেট্রো রেলের জিএম কেএমআরসিএল-এর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং বাউবাজারে কাজের অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে অন্যান্য ব্যবস্থার কাজ এবং সল্টলেক সেক্টর-৫ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত গ্রিন লাইনের পুরো অংশটি কমিশনের জন্য নির্দেশও দেন। এটি সত্য যে, এর জন্য সিটি অফ জয় অপেক্ষমান।

রেশনে কারচুপি রুখতে কড়া পদক্ষেপ খাদ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশনে কারচুপি রুখতে এবার শক্ত হাতে হাল ধরতে চায় খাদ্য দপ্তর। উপভোক্তাদের নাড়ি নক্ষত্র জানতে মোবাইল নম্বর নিতে উদ্যোগী দফতর। সম্প্রতি উপভোক্তাদের মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করতে চেয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে খাদ্য দপ্তর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম ১৫ দিনে আগের মতোই রেশন গ্রাহকরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। কিন্তু মাসের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত না-থাকলে তা করতে হবে হবে গ্রাহকদের। অনেক রেশন গ্রাহকের মোবাইল নম্বর না-থাকার জন্য এবং মাসের শুরুতে রেশন দোকানে ভিড় থাকার ফলে এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নে রাজ্য সরকার নতুন নজির গড়েছে। ৬ লক্ষ ৪৫ হাজারের বেশি গোষ্ঠীকে ৯৬৮ কোটি টাকার বেশি তহবিল বণ্টন করা হয়েছে। এছাড়া ৬ লক্ষ ৬৫ হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্ক ঋণ বাবদ

১৩ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দফতরের তরফে জানানো হয়েছে । 'জাগো' প্রকল্পের অধীনে, রাজ্য সরকার ১০ লাখ ৫,০০০ টাকা প্রদান করেছে, যার ফলে এক কোটি মহিলা উপকৃত হয়েছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সক্রিয়তা বাড়াতে পড়ুয়াদের স্কুল তৈরির সরকারি বরাতও তাদের দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে ৮৩ হাজার স্কুলের ১লক্ষ ১৬ হাজার পড়ুয়া ২ সেট পোশাক তৈরির বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৩১২ টি গোষ্ঠীকে মিড ডে মিলের খাবার রান্না ও সরবরাহের কাজে যুক্ত করা হয়েছে। আইসিডিএস প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য। প্রায় ৫০ খাদ্য সাথি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এসএইচজি পণ্যের প্রচারের জন্য ১৬ টি জেলায় 'সৃস্টিশ্রী' দোকান স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগর সহায়ক প্রকল্পের অধীনে ৩০ কোটি টাকা ১,০০,৬৫৯ এসএইচজি-কে প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য 'স্বামী বিবেকানন্দ কর্মসংস্থান প্রকল্প'ও বাস্তবায়ন করছে। রাজ্যের এসএইচজি থেকে মহিলারা তাদের হস্তশিল্প প্রদর্শন করতে এবং অর্থ উপার্জনের জন্য 'সবলা মেলা' আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ২২ জেলা স্তরের এবং একটি রাজ্য স্তরের 'সবলা মেলা' আয়োজনের জন্য ২.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, দার্জিলিংএ প্রথম আয়োজিত সরস মেলায় ৭ কোটি টাকারও বেশি বিক্রি হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নিরিখে এই মুহূর্তে সারা দেশে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের মোট স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ১ হাজার। এর সঙ্গে জড়িত প্রায় ১.২১ কোটি পরিবার। কাঁথা সেলাইয়ের মতো পণ্য, ডোকরা, ঘরে তৈরি চকোলেট, মাদুর ম্যাট থেকে ফুড প্রসেসিং, মিষ্টি হাব- একাধিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। প্রসঙ্গত, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সম্প্রসারণে জেলা ভিত্তিক একাধিক মেলাও চালু করেছে রাজ্য। কলকাতার আদলে চলতি বছর থেকে সরস মেলা শুরু হয়েছে দার্জিলিংয়েও। প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, চলতি বছরে ২১টি মেলা থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ১২.২১ কোটি টাকা। আগামী বছরের শুরুতে ১০ জানুয়ারি থেকে দেশবন্ধু পার্কে এবং ২৪ জানুয়ারি থেকে পার্ক সার্কাস ময়দানেও দুটি মেলা অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের বাইরেও জাতীয় স্তরের একাধিক মেলায় অংশ গ্রহণ করেছে এরাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ৯ পৌষ, বুধবার

রাজ্য জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েক দিনে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক এলাকা থেকে জঙ্গি সন্দেহে একাধিক জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে গত কয়েকমাস ধরে বাংলাদেশে চলতে থাকা হিংসার আবহে অনুপ্রবেশের আশঙ্কাও বেড়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে বড় অভিযোগ করতে দেখা গেল শুভেন্দু অধিকারীকে। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লিগ-২ সরকার চলছে। এদের জন্যই রাজ্য জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। জঙ্গিবাদ মৌলবাদ বাঁচিয়ে রেখেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।' কোন পথে, কীভাবে জঙ্গিরা রাজ্যে ঢুকছে এ নিয়েও বড় অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর কথায়, 'জলপথে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মিশে স্থলভাগে নেমে বাসন্তী এক্সপ্রেস হয়ে রাজ্যে ঢুকছে জঙ্গিরা।' পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে দেশে বাংলাদেশি জঙ্গি অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'দিল্লি নুর, বাঙ্গালোর, যেখানেই জঙ্গি ধরা পড়ছে, তাদের সঙ্গে বাংলার যোগ পাওয়া যাচ্ছে।' শুভেন্দুর দাবি, 'বাসন্তী এক্সপ্রেসওয়ে থেকে কামালগাজি, গোসাবা পর্যন্ত পুরো রাস্তা, ক্যানিং পর্যন্ত রাস্তাটা পুরো জঙ্গিদের হাতে চলে গিয়েছে। সবাই ঢুকেছে এদিক দিয়ে। ১৩টি দ্বীপ আছে গোসাবাতে। এরা ফিশারম্যানদের সঙ্গে মিশে বারুইপুর, ক্যানিং, কামালগাজি হয়ে ভারতে আসছে।

নয়তো বাসন্তী এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে সায়েন্স সিটি দিয়ে ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে।'

শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, '২০২২ সালে বারুইপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে লাল্টু শেখ ও আধুল মান্নান ধরা পড়েছিল।' নকল নথি মিলেছিল বলেও জানান তিনি। কিন্তু তারপরেও এই বিষয়ে সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'এখানকার পুলিশ টাকা তুলতে আর তৃণমূলের হয়ে ভোট লুটে ব্যস্ত। লাল্টু শেখ, আবদুল মান্নান এরম নামে ছোঁয়া থাকলে গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, মাথায় হেলমেটও লাগবে না। যে কারণে বাংলা জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।'

প্রসঙ্গত, ২০২২ বারুইপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে লাল্টু শেখ ও আধুল মান্নানকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এরাজ্যে ঢোকার পর নামও বদলে ফেলেছিল জঙ্গিরা। তাদের কাছ থেকে আধার কার্ড ও ১৭টা ভোটার কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ওই প্রসঙ্গ টেনে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, 'নামের সঙ্গে শেখ বা মান্নান ছোঁয়া থাকলে গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা মাথায় হেলমেটও লাগবে না! কারণ, সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক নিয়ে রাজনীতি করতেই ব্যস্ত তৃণমূলের সরকার।'

যাদবপুর সমাবর্তনে এলেন না রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ফের টানটান নাটক। সকাল থেকেই প্রশ্ন ছিল, আচার্য তথা রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস উপস্থিত থাকবেন কি না। সমাবর্তন নিয়ে আগেই আপত্তি জানিয়েছিল রাজভবন। এরপরও মঙ্গলবার আচার্যের জন্য অপেক্ষাও করা হয় বেশ কিছুক্ষণ। পতাকা উত্তোলন করতে গিয়েও থমকে যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আচার্য আসবেন কি না, এই সংশয়ে থমকে ছিল পুরো প্রক্রিয়াই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাঁকাই রইল চেয়ার। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, অবশেষে শুরু হয় সমাবর্তন। এই প্রসঙ্গে বলা হয়, রাজভবনের সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘাত আগেও প্রকাশ্যে এসেছে। গতবারও সমাবর্তন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। আচার্যকে ছাড়াই সমাবর্তন

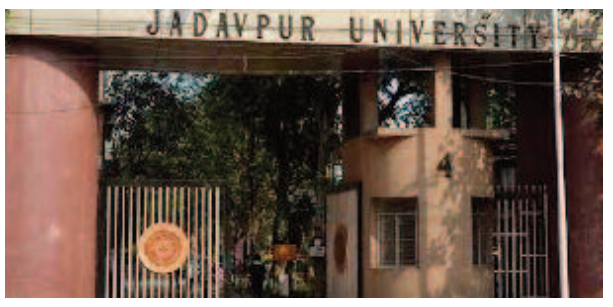

হয়েছিল। আর এবার নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে সমাবর্তন হচ্ছে বলে দাবি রাজভবনের। তবে এদিন গবেষক পড়ুয়ারাও এ প্রশ্নও তোলেন, আচার্যের অনুমোদন ছাড়া সমাবর্তনের ডিগ্রি নিয়ে ভবিষ্যতে বিতর্ক হবে কি না তা নিয়ে।

প্রসঙ্গত, এই সমাবর্তন নিয়ে গত শুক্রবার উপাচার্যের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয় আচার্যের। কৈফিয়ত তলব করেছিলেন রাজ্যপাল। তাতেও কোনও লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত আচার্যকে ছাড়াই হল অনুষ্ঠান। আচার্য সিভি আনন্দ বোস চিঠিতে দাবি করেন, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হবে কিছুদিনের মধ্যেই। তখন তাঁকে সমাবর্তনের দায়িত্ব দেওয়া হোক। তার আগে এত তাড়াহুড়ো করে সমাবর্তনের কোনও প্রয়োজন নেই।

সিবিআইয়ের ওপর ক্ষোভ উগরে দিলেন বিশ্বজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গেল মৃত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের দাদা বিশ্বজিৎ সরকারকেও। মঙ্গলবার তদন্তকারী সংস্থাকে 'ভণ্ড' বলে কটাক্ষও করেন তিনি।

ভোট পরবর্তী হিংসায় বেলেঘাটায় মৃত্যু হয়েছিল বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের। একুশ সালের সেই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই। কিন্তু এখনও অধরা দোষীরা। ভাইয়ের রহস্যমৃত্যুর তদন্ত কত দূর এগোল, তা জানতে মাঝেমধ্যেই সিবিআই দপ্তরে আসেন অভিজিতের দাদা বিশ্বজিৎ সরকার। প্রসঙ্গত, তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁর। এই দুজনের নামে সিবিআইয়ের কাছে একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বিশ্বজিৎ। তারপর তদন্ত কতটা এগোল, জানতে মঙ্গলবারে সিবিআই দপ্তরে আসেন বিশ্বজিৎ।

এরপর সিবিআই আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে আসার সময় হাতে 'ভণ্ড' লেখা কাগজ ছিল বিশ্বজিতের হাতে। তাঁর সরাসরি দাবি, সিবিআই ভণ্ড। সিবিআই অধিকারিকদের সাথে কথা বলার পর তাঁর গলায় এদিন ছিল অসন্তোষের সুর। বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের ঠিক পরেরদিনই খুন হন কাঁকুড়গাছির বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার। বছর ত্রিশের বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় মোট আটজনের নামে এফআইআর করা হয়। তার মধ্যে আগেই ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে আরও ২ জনকে গ্রেপ্তার করে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ।

ভরা মরসুমে বন্ধই থাকছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের হোমস্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভরা মরশুমে আপাতত বন্ধ থাকছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ভিতরের হোমস্টেগুলি। কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েও বিশেষ কোনও লাভ হল না। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি ছিল। তবে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু কোনও নির্দেশ দেননি। মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ই জানুয়ারি। ততদিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সব হোমস্টে।

এদিকে পর্যটনের ভরা মরশুমে হোটেল রিসোর্ট বন্ধ রাখতে নারাজ পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, ৭৬০ বর্গ কিলোমিটার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনাঞ্চলের এলাকা। বন দপ্তরের ১৯৮৭ সালের নোটিফিকেশন অনুযায়ী জয়ন্তী, রায়মাটাং, লেপচাখা-সহ বিভিন্ন বন গ্রাম এই এলাকার বাইরে। ফলে বন দপ্তরের কোনও নির্দেশিকার আওতায় তারা আসবেন না। সেই কারণে তাঁরা বুধবার থেকে পর্যটক রাখবেন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ৫ মে গ্রিন ট্রাইবুনালে পরিবেশপ্রেমী সুভাষ দত্তের করা মামলায় বক্সাতে হোটেল বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর একধাপ এগিয়ে হোমস্টেগুলিও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় বন দপ্তর। এর জেরে বক্সাতে সব হোমস্টে, হোটেল, রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার হাইকোর্টে শুনানির দিকে তাকিয়েছিল সকলে। কিন্তু তাতেও পর্যটন ব্যবসায়ীদের কোনও সুরাহা মিলল না। বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তর কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

রেশন দুর্নীতিতে এক বছর পর গ্রেপ্তারি, প্রশ্নের মুখে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালানোর প্রায় এক বছর দু'মাস পরে গ্রেপ্তারির ঘটনায় এবার বিচারকের প্রশ্নের মুখে ইডি। রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে ২ চালকল মালিক ও এক চাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্টকে গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। এরপর তাঁদের আদালতে তোলা হলে একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তিনজনকে সামনে রেখেই ইডি-র আইনজীবী বলেন, এরা রেশন মামলায় অভিযুক্ত। গত ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং ডিজিটাল এভিডেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়। এখানেই বিচারকের প্রশ্ন, কেন এক বছর পর গ্রেপ্তারি তা নিয়েই। যদিও ইডির আইনজীবীর দাবি, এটা সময় সাপেক্ষ তদন্ত। সে কারণেই ১০ দিনের জন্য হেফাজতে চাই।

পাল্টা যুক্তি দেন অভিযুক্তদের আইনজীবী। এক বছর আগে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। কিন্তু, এখন গ্রেপ্তার কেন, গ্রেপ্তারির পিছনে কী কারণ তা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন তিনি। সঙ্গে এও জানান, ৩০ বার ইডি-র অফিসে গেলেও এতদিন পর কেন করা হল অ্যারেস্ট। বারবার সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। এরপরই পাল্টা ইডির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বিচারক জানতে চান, শেষ এক বছরে আপনারা একাধিক চার্জশিট দিয়েছেন, সেখানেও তো কিছুই বলেননি। আর এখানেই বিচারকের প্রশ্ন, এখন গ্রেপ্তার কেন তা নিয়েই।

পাল্টা ইডি-র আইনজীবী বলেন, সম্প্রতি রেশন দুর্নীতি মামলায় অভিযান চালানো হয়। সেই সময় যে সমস্ত নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাতে দেখা গেছে চাল কল মালিক সুব্রত ঘোষের চাল কল থেকে সরকারি ধান প্রক্রিয়াকরণ এবং চাল বিক্রির টাকা তছরুপের পর তা গিয়েছে জ্যোতিপ্রিয়র তিন সংস্থায়। অন্যদিকে ব্যবসায়ী হৃতেশ চন্দকের সংস্থা থেকেও টাকা গিয়েছে জ্যোতিপ্রিয়র কাছে। অভিযানে একটি মেরুন ডায়েরি পাওয়া গিয়েছিল সেখানে জ্যোতিপ্রিয়কে পেমেন্ট করার উল্লেখও ছিল। হৃতেশ নিজেও মিল মালিক। পাল্টা বিচারক বলেন, 'আমি দেখতে চাই এই সংক্রান্ত কী এমন নথি পেয়েছেন আপনারা।' তা শুনে ইডি-র আইনজীবী বলে ওঠেন, 'এদের মধ্যে একজন চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। উনি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কোম্পানির যাবতীয় অ্যাকাউন্ট উনি দেখভাল করতেন। উনি হচ্ছেন এই মামলার একজন অন্যতম ব্যক্তি।' যা দেখে বিচারকের পর্যবেক্ষণ, 'এটা একটা ইউনিক কেস, যেখানে গ্রেপ্তারির এক বছর আগে নথি সংগ্রহ হয়েছে।' ইডির দাবি, চাটার্ড অ্যাকান্ট্যান্ট শান্তনু ভট্টাচার্য জ্যোতিপ্রিয়র হয়ে সমস্ত হিসেবে-নিকেশ রাখতেন। এমনকি দুর্নীতির টাকা তাঁর কাছেও গিয়েছে। ইতিমধ্যে ইডিকে উনি ২.৪ কোটি টাকা ডিমান্ড ড্রাফট করে ফেরত দিয়েছেন কারণ ওটা বালুর টাকা। ইডি-র আরও দাবি, শান্তনু সাতটি সংস্থা তৈরি করেছিল, যেখানে জ্যোতিপ্রিয়র ১৮ কোটি টাকা ঘুরপথে লেনদেন হয়েছে।

বিধাননগর হোর্ডিং মামলায় অস্বস্তিতে হোর্ডিং সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধাননগর হোর্ডিং মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর হাইকোর্টেও একই নির্দেশ। ফলে স্বস্তি মিলল না হোর্ডিং সংস্থার। স্পষ্ট নির্দেশ, বেআইনি হোর্ডিং সরাতেই হবে। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের হরিশ ট্যান্ডনের বেঞ্চ তা স্পষ্ট করে দেয়।

বিধাননগর-সল্টলেক চত্বর হোর্ডিংয়ে ছেয়ে গিয়েছে। আর তার মধ্যে বেশিরভাগই বেআইনি। হোর্ডিং লাগানোর ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না কোনও নিয়ম। সেই নিয়ে আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন আইনজীবী দিবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, নোটিস দেওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে। তার মধ্যে যাবতীয় বেআইনি হোর্ডিং সরিয়ে ফেলতে হবে।

এরপর এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে একটি হোর্ডিং সংস্থা শীর্ষ

আদালতের দ্বারস্থ হয়। সুপ্রিম কোর্টের কাছে বেশ কিছুটা সময় চেয়েছিল হোর্ডিং সংস্থা। শীর্ষ আদালত সেই সংস্থার যুক্তি মানতে চায়নি, পুনরায় তাদের হাইকোর্টে ফেরত পাঠায়। মঙ্গলবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের বেঞ্চ আগের নির্দেশই বহাল রাখে। ফলে বিধাননগর থেকে সমস্ত বেআইনি হোর্ডিং সরিয়ে ফেলতে হবে। বিধাননগরে এরকম প্রায় আড়াই হাজার হোর্ডিং রয়েছে। আপাতত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলিকে সরাতে হবে। আগামী ৯ জানুয়ারি প্রধান বিচারপতিকে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট দিতে হবে।

রাজ্যের জন্য ৬০,১৬৮ কোটি বরাদ্দ রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকাল ট্রেন থেকে শুরু করে দূরপাল্লার ট্রেন চলে বিভিন্ন গন্তব্যে। তবে সেই রেলের চেহারা এবার আমূল বদলে যাবে। কারণ, ৪৩ খানা প্রজেক্ট চলছে গোটা রাজ্য জুড়ে। এই প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সম্প্রতি সেই সংক্রান্ত তথ্য সামনে এনেছেন। শুধুমাত্র এই রাজ্যের জন্য ৬০,১৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রেল। ২০২৪ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত তথ্য বলছে, মোট ৪৩টি প্রজেক্ট চলছে বাংলায়।

এই প্রসঙ্গে রেলের তরফে এও জানানো হয়েছে, প্রকল্পগুলি বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। কোনওটির পরিকল্পনা চলছে, কোনওটি আবার নির্মাণকাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মোট ২০,৪৩৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে গত মার্চ মাস পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৬৫৫ কিলোমিটারের কাজও হয়ে গিয়েছে। পূর্ব রেল, দক্ষিণ পূর্ব রেল ও উত্তর পূর্ব রেলে এইসব কাজগুলি চলছে। রাজ্যে তৈরি হচ্ছে ১০৮৭

কিলোমিটারের নতুন লাইন। এর মধ্যে ৩২২ কিলোমিটার লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ১২০১ কিলোমিটার জুড়ে গজ কনভার্সন করা হচ্ছে, যার ৮৫৪ কিলোমিটারের কাজ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া ডবল লাইন বা মাল্টি লাইন তৈরি হচ্ছে ২,১৯২ কিলোমিটার জুড়ে। এরমধ্যে ৪৭৯ কিলোমিটারের কাজ শেষ। যে সব কাজ চলছে বাংলায়, সেই তালিকায় রয়েছে, নবদ্বীপ ঘাট-নবদ্বীপ ধাম নতুন লাইন। চন্দনেশ্বর-জলেশ্বর নতুন লাইন। নৈহাটি-রানাঘাট তৃতীয় লাইন। বালুরঘাট-হিলি নতুন লাইন। এছাড়াও রয়েছে সাইথিঁয়া ও সীতারামপুরের বাইপাসের কাজ।

বড়দিনে বিশেষভাবে যান নিয়ন্ত্রণ কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়দিনকে কেন্দ্র করে শহরে যাতে কোনও প্রকারের আইনশৃঙ্খলার অবনতি না হয় তার জন্য তৎপর লালবাজারও। এমনি পুলিশের পাশাপাশি লালবাজারের ট্রাফিক বিভাগের তরফ থেকেও বড়দিনে বিশেষভাবে যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে মহানগরে।

লালবাজার সূত্রে খবর, জওহরলাল নেহরু রোড থেকে উড স্ট্রিট হয়ে পার্কস্ট্রিট-সহ মিডলটন স্ট্রিটের রাস্তা বড়দিনের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর বিকেল ৪টে থেকে ২৫ ডিসেম্বর ভোর ৪টে পর্যন্ত। এছাড়াও বড়দিনে বিকেল ৪টে থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে কোনওরকম যান চলাচল করবে না ওই রাস্তা দিয়ে। পরবর্তী নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত একই বিজ্ঞপ্তি জারি থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

এরপর আরও কয়েকটি রাস্তা বন্ধ রাখা হবে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি গাড়ির গতিপথও ঘোরানো হবে। মেয়ো রোড ও

জওহরলাল রোড হয়ে আসা গাড়িগুলির গতিপথ কিদওয়াই স্ট্রিট থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। লালবাজারের পক্ষ থকে জানা গিয়েছে, জওহরলাল নেহেরু রোডে দক্ষিণ দিকে যাওয়া যানবাহনগুলিকে হয় পার্কস্ট্রিট ফ্লাইওভারের দিকে অথবা মেয়ো রোডে দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ডাফরিন রোড বা খিদিরপুর রোডের দিকে যাওয়ার গাড়ি অন্যান্য রুট দিয়ে ঘোরানো হবে।

কলকাতা থেকে চুরি যাচ্ছে জল, ফিরহাদের খতিয়ে দেখার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার বুকে প্রতিদিন চুরি হয়ে যাচ্ছে গ্যালন-গ্যালন জল। হাজার হাজার টাকায় তা বিক্রিও হচ্ছে। অর্থাৎ, পুরোটাই চলছে বেআইনিভাবে। আর এই নিয়েই দলের কর্মীর বিরুদ্ধে পুরসভায় নালিশ ঠুকেছেন এক কাউন্সিলর। ঘটনাটি সামনে আসার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

অভিযোগ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অধীনস্থ স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের (এস ডাবলু আই ডি বা সুইড) কোনও অনুমতি ছাড়াই যন্ত্র বসিয়ে ভূগর্ভ থেকে জল তুলে বোতলে ভরে বিক্রি চলছে অবাধে। কলকাতা পুরসভার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শিয়ালদা নর্থ রোডের হাজিপাড়ায় বছরের পর বছর চলছিল এই কারবার। দলেরই কর্মীদের এই অবৈধ কারবারের বিষয়টি নজরে আনেন এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলার শচিন সিং। কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে মেয়রের নজরে বিষয়টি এনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কাউন্সিলর। অধিবেশন কক্ষে প্রকাশ্যে বলেন, 'বারবার করে অবৈধ কারবারের কথা মেয়রের নজরে আনা হয়েছে। পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের নজরে আনা হয়েছে। কিন্তু কোনও অদৃশ্য শক্তি ওই বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধা দিচ্ছে।' তাঁর এই

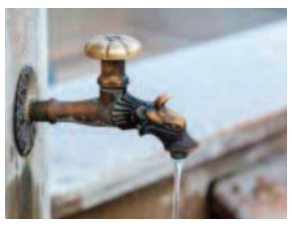

বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ঘুরিয়ে তিনি দলেরই উত্তর কলকাতার একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে সচিন সিং এও বলেন, 'আমি জানি এটা বেআইনি। এর পিছনে যে আছে সে মাফিয়া। তার নাম লতিফ খান ও পাপ্পু খান। এই জল তো পরীক্ষা করা হয়নি। জল খেয়ে কেউ অসুস্থ হলে কাউন্সিলরকেই তো ধরবে।' মেয়র কার্যত অস্বস্তিতে পড়ে জানান, 'পুরসভার কমিশনার পদাধিকার বলে স্যুইড-এর চেয়ারম্যান। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বিষয়টি খতিয়ে দেখার। এভাবে শহরের বুকে বেআইনি কারবার চলতে পারে না।' যে সব জায়গায় এই বেআইনি কারবার চলছিল, সেই এলাকায় গিয়ে জানা গেল, ৩০০ ফুট নিচ থেকে যন্ত্রের মাধ্যমে জল তুলে তা ২০ লিটারের বোতলে ভরে বিক্রি করা হচ্ছে। দৈনিক প্রায় ২০০-২৫০ বোতল বিক্রি চলে। অথচ শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স, ক্ষুদ্র এবং শিল্প দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া পর্যাপ্ত অনুমোদন নেই মালিকের কাছে। এলাকায় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী বলে পরিচিত লতিফ খান ওরফে পাপ্পু খানের মালিকানায় এই কাজ গত সাত বছর ধরে ধীরে ধীরে বড় হয়েছে বলে অভিযোগ। অথচ এই কারবার সম্পর্কে কলকাতা পুরসভা জানে না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার কাউন্সিলর। যদিও পাল্টা তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে একাধিক অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ এনেছেন ওই কারবারের মালিক পক্ষের লোকজন। তাঁদের আবার দাবি, কাটমানি না মেলায় মিথ্যে অভিযোগ করছেন কাউন্সিলর। অভিযুক্ত কারবারের অন্যতম মালিক হায়দার নওয়াজ বলেন, 'স্যুইডের ছাড়পত্র ছাড়া এই জলের পিছনে সব ছাড়পত্র রয়েছে। পুরসভার সার্টিফিকেট রয়েছে। আর সচিন সিং নিজে বেআইনি কারবারের মালিক।'

সামাজিক মাধ্যমে টিটাগড় পুরসভার বিরুদ্ধে 'অপপ্রচার'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েকদিন ধরেই সামাজিক মাধ্যমে টিটাগড় পুরসভার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। 'টিটাগড় কি আওয়াজ' নামক একটি ফেসবুক একাউন্ট থেকে টিটাগড় পুরসভার বিরুদ্ধে নানান অনৈতিক কাজের অভিযোগ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও বিষয়টি নজরে আসতেই সোমবার টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেন, 'টিটাগড় কি

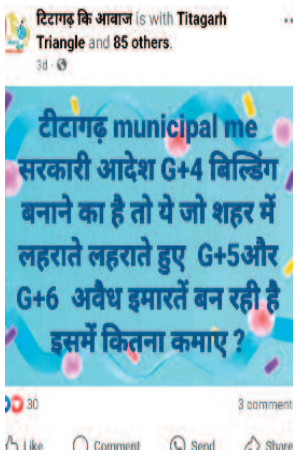

আওয়াজ' নামে একটা ভুয়ো ফেসবুক আইডি খুলে বেশ কয়েকদিন ধরে পুরসভার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা কয়েকজন এভাবে অন্তরালে টিটাগড় পুরসভার বদনাম করছে। প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি তিনি বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ককেও জানিয়েছেন। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা আবিষ্কার ভট্টাচার্যের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এই ঘটনা। কিন্তু ওরা নিজেদের কোন্দল ধামাচাপা দিতে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

ইউনূসের উচিত অবিলম্বে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করে তাদের আশ্বস্ত করা

পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের জবরদস্তি বিতাড়িত করে মহম্মদ আলি জিন্না শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারেননি। উত্তর ভারতে মুসলমানদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করা হয়েছে বা হচ্ছে, সেটাও যেমন নিন্দনীয়, বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্মম অত্যাচার হচ্ছে, বা হয়েছে সেটাও সমান নিন্দনীয়। এই দাবি তুলছি না যে, শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশে হিন্দুরা খুব আনন্দে দিন কাটাতেন বা তাঁদের উপর অত্যাচার হত না। কিন্তু হাসিনার দেশত্যাগের পরে এখন বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের মাত্রা দশ গুণ বেড়ে গিয়েছে। কারণ, এদের ভয় সংখ্যালঘুদের উৎখাত করা না গেলে বাংলাদেশ কোনও দিন ইসলামিক রাষ্ট্র হতে পারবে না। অনেকের বক্তব্য, শেখ হাসিনাও মনে মনে তা-ই চাইতেন। যার জন্য তিনি সাধারণ নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছিলেন। একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করে ফেলেছিলেন বাংলাদেশকে। ঠিক সময়েই তিনি দেশটাকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতেন। আর ইসলামিক রাষ্ট্র হলে আরব দেশগুলি থেকে প্রভূত সাহায্য মিলবে। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে অনভিজ্ঞ মুহাম্মদ ইউনূস সময়ের দাবি বুঝতে পারছেন না, যা হাসিনা বুঝতেন। ভারতের থেকে বাণিজ্যিক সাহায্য বন্ধ হলেই চিনের বাণিজ্যিক সাহায্য পাওয়া যাবে না। শত্রুর শত্রু বন্ধু হয়, এই প্রবাদটা সব ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। চিন নেপাল, ভুটানের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাইছে, কারণ ওই দু'টি দেশ ভারত-ঘনিষ্ঠ। আর ওই দেশ দু'টির সঙ্গে চিনের কয়েক হাজার কিলোমিটার সীমান্ত আছে। সেখান দিয়ে ভারত আক্রমণ করলে চিনের বিপদ বাড়বে, তাই নেপাল ভুটানের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাইছে চিন। বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে চিনের তেমন লাভ নেই। আর কোনও দেশ নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না। ইউনূস ভাবছেন আরব দেশগুলি থেকে কম দামে খনিজ তেল পাবেন। ভুল ধারণা। আরব দেশগুলি উপযুক্ত দাম ছাড়া খনিজ তেল কোনও দেশকে বেচে না। পাকিস্তান ইসলামিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও আরব দেশগুলি থেকে উপযুক্ত মূল্যেই খনিজ তেল পায়। ইউনূসের উচিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করা।

শব্দবাণ-১৪২

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. রেশমি শাড়ি ৪.কাহিনি ৫. রন্ধন, রান্না ৭. চোট ৯. শিব, মহাদেব ১১. সামান্য বা একটু বেশি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি ২. শক্তি, ক্ষমতা ৩. হিমালয় ৬. রসিকতা, ফাজলামি ৮. মারাত্মক ১০. আক্ষেপ, দুঃখ।

সমাধান: শব্দবাণ-১৪১

পাশাপাশি: ১. গতযৌবন ৩. অকচ ৫. শসন ৭. হঠাৎ ৮. রসম ১০. পরস্মৈপদ।

উপর-নীচ: ১.গতিক ২. বংশধর ৩. অনীহ ৪. চমৎকার ৬. নরম ৯. সম্পদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

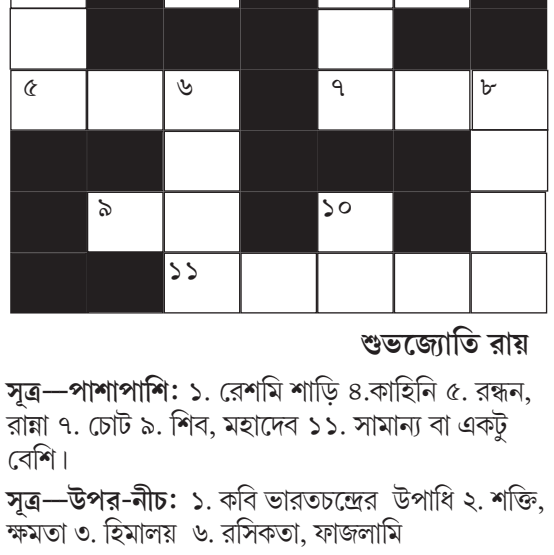

অটলবিহারী বাজপেয়ী

১৯২৪ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর জন্মদিন।*
১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও রাজনীতিবিদ দেবের জন্মদিন।*

মহামানব যীশু

শুভজিৎ বসাক

'বড়দিন' একটি বিশ্বজনীন বা সার্বজনীন আনন্দ-মিলন উৎসব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বড়দিন হলো যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন, খ্রিস্টানদের একটি আনন্দ-মহোৎসব, কিন্তু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান ছাড়াও প্রায় সবাই এই উৎসবে ব্যাপৃত হয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে যীশুর জন্মদিন 'বড়দিন' পালন করা হলেও পবিত্র বাইবেলে যীশুর জন্মদিনের কথা উল্লেখ নেই। তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ২৫শে ডিসেম্বর যীশুর জন্মদিন নির্ধারিত হয়নি। রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার যীশুর জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বর পালন করা হয়। মূলতঃ ওই ২৫ তারিখে পৌত্তলিক রোমানরা অজেয় সূর্যদেবতার বিশেষ আরাধনা করত যিনি তাদের মহান ও প্রধান দেবতা। রোমান সম্রাট খ্রিস্টান হলে তিনি মানবপুত্র যীশুকে প্রধান হিসাবে দেখতে তাঁর জন্মদিনটি ওই তারিখে নির্ধারিত করেন আর ধীরে ধীরে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখেই যীশুর জন্মদিন সার্বজনীনতা লাভ করে সারা বিশ্বে আড়ম্বরতার সঙ্গে বিভিন্ন নামে বড়দিন উদযাপন করা হয়ে থাকে। ক্রিস্টমাস, নাভিদাদ, নাতালে, নুয়েল, ভাইনাখটেন প্রভৃতি ইউরোপীয় শব্দ দিয়ে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যীশুর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে।

ঈশ্বর সৃষ্ট জীবকূলের মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী হলেও আজ সে বড়ই দিশাহীন পথের পথিক হয়ে ভুল পথে এগিয়ে চলেছে। অথচ বাইবেলের আদিপুস্তকে বর্ণিত আছে যে ভালোবেসেই ঈশ্বর উত্তমরূপে বিশ্বপ্রকৃতি ও আপন প্রতিমূর্তিতেই মানুষ সৃষ্টি করে তাকে বিশ্ব সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। মানুষ তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হয়ে ওঠে স্বার্থবাদী, ভোগবাদী ও উচ্চাভিলাষী। ভালোবাসার পরিবর্তে তার হৃদয়ে স্থান পায় অহংকার। ফলে শুরু হয় মানুষের পতন। পাপ এসে গ্রাস করতে থাকে মানবকূলকে। এমন অবস্থাতে অসীম ঈশ্বর সসীম মানুষ হয়ে রূপে আবির্ভূত হয়ে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা অটুট রয়েছে সেটা দেখিয়েছিলেন। তাঁর অনুগামীদের ধারণায় যীশু হলেন ঈশ্বর তনয়, যিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক মারিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে মানববেশে এই জগতে এসেছেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এর সাধারণ ব্যাখ্যা হিসাবে দেখা যায় যে মানুষের মনে জন্মজাত দিশাহীনতাকে সঠিক পথে আনতেই ঈশ্বর একটি সাধারণ পরিবারের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ধনী-গরিব সব ব্যক্তি এক পরিবার হয়ে যেন তাঁকে গ্রহণ করে পারস্পরিক আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারে। এই অস্থির মুহূর্তে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করছি যে সারা বিশ্ব একটি পরিবার আর এখানে একজনও যদি আক্রান্ত থাকে তাহলে আমরা কেউই নিরাপদ নই। ঠিক তেমনি আমাদের একজনও যদি নিরানন্দে থাকে তাহলে আমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ নয়।

এই একটি বিশেষ দিনে যীশুর মত মহামানবের কীর্তি আবদ্ধ নয় এমনকি কোনও ধর্মের কীর্তিতে এই মহামানবকে পরিমাপ করা যথাযোগ্য নয় বরং হৃদয়তন্ত্রে যীশু নামের ও যীশু প্রেমের এক অপূর্ব সুরধ্বনি অহরহ বেজে চলেছে তাকে অনুভব করার সময় উপস্থিত এই অস্থির সময়ে। বেঁচে থাকুক তাঁর সসীম অস্তিত্বের ধারা, বেঁচে থাকুক বিশ্ব মানবতা।

বড়দিনে আমরা, আমাদের ভাবনাও

ফিরোজা বেগম

সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের মনের মাঝারে প্রেরণা যোগানোর মুখ্য উৎস ছিল তাঁরই কোমল হৃদয়। বাঁচতে বাঁচতেই একেবারে দিশেহারা হয়ে ওঠা, অথবা আপনভোলা এবং অসহায়তার শিকার হওয়া মানুষজনদের তিনিই ছিলেন পরম ভরসা। তাঁদের পাশেই কেটে গেছে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়। অবশ্য স্বল্প আয়ুরই মানুষ ছিলেন তিনি। তার মধ্যেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ছোঁয়া দিয়েই তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার কোন ত্রুটিও অবশ্য ছিল না। মানুষ ই তাঁকে বাঁচতে দেয়নি মানুষের মতো করে। তাইতো আয়ুর দীর্ঘ পথ ধরে অতি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এগিয়ে চলার অবকাশ ও তাঁর ছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি রেখে গেছেন সেবামূলক কাজের অজস্র উদাহরণও।

ছোট্ট একটা জীবন বৃত্তের মাঝখানে থেকেই সবকিছুকে সকলের মতো করেই সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়েছিল তাঁকে। নতুনভাবে এবং সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ রূপে জীবন লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে তিনি উজ্জীবিত ও করে তুলতেন। সেইসঙ্গে সব শ্রেণীর মানুষের হৃদয় মন্দিরে নতুন নতুন আশা সঞ্চারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির সন্ধান যোগানোর অসীম ক্ষমতাও ছিল তাঁর মধ্যে। আবার শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির বন্যা ব ইয়েই কার ও চোখের আড়ালে অদৃশ্য হবার বাসনাও কখন ই জাগেনি তাঁর মনের মধ্যে। বলাই বাহুল্য, সমস্ত মুক্তি সন্ধানী মানুষজনের এগিয়ে চলার প্রেরণাদাতা ছিলেন তিনিই। আর একেবারে পাশাপাশি থেকেই তিনি তাঁদের দিতেন সঠিক পথের সন্ধানও।

যীশুখ্রীষ্ট, আমাদের অতি কাঙ্ক্ষিত এক মহামানব তিনি। প্রথম শতাব্দীর একেবারে প্রথম থেকেই একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবেই পরিচয় তাঁর। অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ই সন্তান তিনি। একেবারে আটপৌরে জীবনযাত্রা ছিল তাঁর নিজের এবং পরিবারের অন্য সকলেরও। সাধারণ এক ছুতোর মিস্ত্রীর ঘরে জন্ম তাঁর। নিজেও গ্রহণ করেছিলেন পিতৃদত্ত পেশাকেই। জীবিকা নির্বাহের জন্য বেছে নিয়েছিলেন সেই পথই। কিন্তু ভাবতেও অবাক লাগে একেবারে স্বল্প আয়ের উপর ভর করে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতার উপর ই ভরসা রেখে অতি সাধারণ একজন মানুষ থেকে কিভাবে যে তিনি একজন অতিমানবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন অবাক হতে হয় সেই কথা ভাবলেই।

তাঁর জন্মসময় নিয়ে আছে নানান জনের নানা মতামত। অনেক অনুসন্ধানের পর ও অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি সঠিক জন্মতারিখও। খ্রীষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যেও লিপিবদ্ধ নেই সেই কথা। তবে রোম সম্রাট অগষ্টাসের রাজত্বকালের সময় তাঁর জন্ম বলে অনুমান করা হয়েছে। আর সেইসময় তাঁর প্রতিনিধি ক্যুইরিনিয়াসের হাতেই সব দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল রোমের জনগণের সেবা কর্মের জন্য। তারপর যীশুর জন্মের ব্যাপারে জানা গেছে নতুন কিছু তথ্য ও । কিন্তু তাঁর প্রকৃত জন্ম তারিখ এবং সালের বিষয়ে স্পষ্টভাবে কোনকিছুই জানা সম্ভব হয়নি।

দিন এগিয়ে গেছে তার নিজের মতো করেই। যীশু নিজেও ইতিহাস হয়েছেন। আর পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীরা তাঁর জন্মদিবস পালন করতে চাইলে সকলকেই একটু সমস্যার মুখোমুখিও হতে হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব ভাবনা চিন্তার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। তাই সেই বিষয়ে তাঁরা চালিয়ে গেছেন নিরন্তর গবেষণাকর্মও । অবশেষে সকলে মিলে স্থির করেন যে, প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে তাঁরা পালন করবেন প্রভু যীশুর জন্মোৎসব। আবার সেইসময় সেই একই দিনে সমগ্র রোম জুড়ে অতি সাড়ম্বরের সঙ্গেই পালন করা হত সূর্য উৎসবও। তাই যীশুকেও ভাবা হচ্ছিল উদীয়মান সূর্যেরই মূর্ত এক প্রতীক হিসেবেই। সরকারিভাবে নির্দিষ্ট সেই দিনটাকেও চিহ্নিত করা হয়েছিল বড়দিন নামেও।

উৎসবের সেই দিনে গীর্জায় গীর্জায় হাজির হতে শুরু করেছিলেন প্রভু যীশুর ভক্তরা। বিশেষ উপাসনার ইচ্ছে নিয়েই তাঁদের ছিল সেদিনের সেই আনাগোনা। গীর্জা প্রঙ্গনে উৎসবের শুরু। তারপর তা সম্প্রসারিত হতে থাকে বাড়িতে বাড়িতে, এমনকি অলিতে গলিতেও। একরাশ ভক্তি,শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার উপচার হাতে সকলে মিলে হাজির হতেন সেই আয়োজনে। একরাশ আবেগের সাথে সাথে নিজস্ব মনটাও ভরে উঠত পরিপূর্ণতার ই ছোঁয়ায়। এমনিতেই সেইসময় তাঁদের সামনে উৎসবের সংখ্যাটাও ছিল একেবারেই হাতে গোনা। তাই ২৫ শে ডিসেম্বরের সেই অনুষ্ঠান তাঁদের প্রত্যেকের মনের দুয়ারটিকেও পরিপূর্ণ করে তুলত অত্যন্ত সুনিপুণভাবেই।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তারিখ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও তিনি যে জন্মেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব চার সালে সেটা মেনে নিয়েছেন সকলেই। জেরুজালেম শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত বেথেলহেমের কাছাকাছি নাজারেথ নামক ছোট্ট একটা গ্রামে ঘোড়ার একটা আস্তাবলেই জন্ম তাঁর। জন্মের পর ঘোড়ার খাদ্য হিসেবে মজুত খড়ের বিছানাই ছিল তাঁর সেইসময়ের একমাত্র আশ্রয়স্থল । তাঁর পিতা যোশেফ একজন বিশ্বস্ত সৈনিকের মতোই পাহারা দিচ্ছিলেন মা এবং ছেলেকে। কারণ তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে এই শিশু আর কেউই নয় স্বয়ং ঈশ্বরের ই এক দূত। তাই তাঁর ভয় ছিল অত্যাচারী রোমান শাসকরাও হয়তো জেনে যাবে সব কথা। সুতরাং তারাও নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে সেই নবজাতককে এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে। আর সেই কাজটা তারা করবে অতি গোপনেই। অত এব ছেলের প্রাণ রক্ষার তাগিদে প্রস্তুত থাকতে হয়েছিল তাঁকেও।

সেইসময় প্রাণে বেঁচেছিলেন ছোট্ট সেই শিশু। কিন্তু তারপর তাঁর কি পরিণতি হয়েছিল সেটাও জানেন সকলেই। কিন্তু যীশু এখনও অমর হয়েই বিরাজমান আছেন আমাদের ই মানস হৃদয়ে। আর সেদিনের সেই বেথেলহেম এখনও স্বমহিমায় বিরাজমান আছে মহান সেই মানুষটার সঞ্চিত সমস্ত অস্তিত্বকে সঙ্গে নিয়েই। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে অজস্র মানুষের সমাগম ঘটে সেখানে। যীশুর সম্মানে সকলে মিলে উৎসব প্রাঙ্গনেই তৈরি করেন একটা কৃত্রিম আস্তাবলের।সহজ ও সরল চোখের মণিতে জন্ম নেওয়া সহানুভূতির অশ্রুধারাও তখন অতি অজান্তেই ঝরে পড়ে তাঁদের দুই চক্ষু বেয়েই। সকলের মনে তখন এটাই বড় সান্ত্বনা যে , বড়দিনের এই পুণ্যতিথিতেই তাঁরা পূরণ করতে পেরেছেন তাঁদের নিজস্ব জীবনের বড় ভাবনাটাকেও।

দিন এগিয়ে গেছে তার নিজের মতো করেই। যীশু নিজেও ইতিহাস হয়েছেন। আর পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীরা তাঁর জন্মদিবস পালন করতে চাইলে সকলকেই একটু সমস্যার মুখোমুখিও হতে হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব ভাবনা চিন্তার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। তাই সেই বিষয়ে তাঁরা চালিয়ে গেছেন নিরন্তর গবেষণাকর্মও । অবশেষে সকলে মিলে স্থির করেন যে, প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে তাঁরা পালন করবেন প্রভু যীশুর জন্মোৎসব। আবার সেইসময় সেই একই দিনে সমগ্র রোম জুড়ে অতি সাড়ম্বরের সঙ্গেই পালন করা হত সূর্য উৎসবও। তাই যীশুকেও ভাবা হচ্ছিল উদীয়মান সূর্যেরই মূর্ত এক প্রতীক হিসেবেই। সরকারিভাবে নির্দিষ্ট সেই দিনটাকেও চিহ্নিত করা হয়েছিল বড়দিন নামেও।

পণের দাবিতে স্ত্রীকে পুড়িয়ে খুন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পণের দাবিতে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল মালদা আদালত। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে মালদার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ থার্ড কোর্টের বিচারক সংঘমিত্রা পোদ্দার। ১২ বছর আগে খুনের ঘটনায় রাজীব রজক নামে এক অভিযুক্তের যাবজ্জীবন হয়েছে। গত ২০১২ সালের ২৬ ডিসেম্বর রানু রজককে (২৩) গায়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মালদার কালিয়াচক থানার দাল্লুটোলা গ্রামে এই নৃশংস ঘটনা ঘটে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় রানু রজকের। গত ২০১২ সালের ২৭ ডিসেম্বর এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের বাবা মন্টু রজক। ২০১৩ সালের ২৫ অক্টোবর চার্জশিট দেয় পুলিশ। এক যুগ ধরে চলেছে বিচার পর্ব। ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয় এই মামলায়। সরকারি আইনজীবী প্রশান্ত কুণ্ডু জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে আইনি সওয়াল জবাব চলার পরে সোমবার অভিযুক্ত রাজীব রজককে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। এদিন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৃতের বাবা মামলাকারী মন্টু রজক জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অবশেষে মেয়ের খুনের বিচার পেয়ে খুশি। তবে ফাঁসির সাজা হলে আরও ভালো লাগত।

আদালত চত্বরের বাইরে স্ত্রীকে খুন করার চেষ্টা স্বামীর, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কল্যাণী: নদিয়ার কল্যাণী মহকুমা আদালত চত্বরের বাইরে স্ত্রীকে খুন করার চেষ্টা স্বামীর। ধারালো ছুরি দিয়ে স্ত্রীর পেটে আঘাত অভিযুক্তের। কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি স্ত্রী। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে কল্যাণী থানার পুলিশ।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার কল্যাণী মহকুমা আদালতের বাইরে ঘটনাটি ঘটেছে। জখম স্ত্রীর নাম রূপালী হালদার। অভিযুক্ত স্বামীর নাম সুমন সাহা। বাড়ি নদিয়ার চাকদা থানার অন্তর্গত চাঁদুরিয়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর, তিনদিন আগে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায় রূপালী, এমনটাই অভিযোগ। চাকদা থানায় মিসিং ডায়েরিও করা হয়। এদিন আদালতের নির্দেশে কল্যাণী মহকুমা আদালতে আসেন স্বামী ও স্ত্রী। আদলত থেকে বেরোতেই ধারালো ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে খুন করার চেষ্টা করে সুমন।

এরপর গুরুতর জখম অবস্থায় রূপালীকে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসা চলছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত সুমনকে।

রাফটিং-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার: নারী স্বশক্তিকরণ ও গঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত করার উদ্দেশ্যে গত ২ নভেম্বর গঙ্গোত্রী থেকে রাফটিং শুরু করেছিলেন বিএসএফ-এর মহিলা জওয়ানরা। দীর্ঘ ২৫০০ কিমি পাড়ি দিয়ে গত ২২ ডিসেম্বর মহিলা জওয়ানদের টিম পৌঁছায় গঙ্গাসাগরে। বিএসএফ-এর উদ্যোগে এবং 'ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা'-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই রাফটিং-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় মঙ্গলবার। গঙ্গার উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত এই দীর্ঘ যাত্রার পর এদিন ডায়মন্ড হারবার কেল্লার মাঠে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারী বিএসএফের দুঃসাহসী মহিলা জওয়ানদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ডিজি বলেন, 'নারী স্বশক্তিকরণ ও গঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যেই এই নৌ যাত্রার আয়োজন করা হয়। মহিলা জওয়ানদের দুঃসাহসিকতা এবং ভয়হীন মানসিকতাকে সত্যিই কুর্নিশ। আগামী দিনেও বিএসএফের উদ্যোগে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: নিখোজ যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি জামুড়িয়ার ভুড়ি গ্রামে। ভুড়ি গ্রামের আনুমানিক ২৩-২৪ বছরের এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার পাশের গ্রামের একটা পোল্টি ফার্মের জঙ্গল থেকে।

মৃত যুবকের নাম শ্রীকান্ত বাউড়ি, বাড়ি ভুড়ি গ্রামের বাউরি পাড়ায়। পরিবার সূত্রে খবর, সোমবার সকাল ১১ টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল শ্রীকান্ত। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বাড়ি না ফেরায় বাড়ি থেকে ফোন করা হয় শ্রীকান্তকে, কিন্তু ফোনে তাকে পাওয়া যায়নি এমনটাই পরিবার সূত্রে খবর। তারপরই মঙ্গলবার সকালে ভুড়ি গ্রামের পাশের গ্রামের একটা পোল্ট্রি ফার্মের জঙ্গল থেকে তার ঝুলন্ত দেহ দেখ তে পায় ওই এলাকার বাসিন্দারা, খবর দেওয়া হয় জামুরিয়া থানার কেন্দাফাড়ি পুলিশকে ঘটনাস্থলে আসে কেন্দাফারী পুলিশ এবং দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সূত্রের খবর, শ্রীকান্ত একজন মানসিক রোগী ছিলেন, বর্তমানে সে সুস্থ অবস্থাতেই ছিল।

চিকিৎসকদের জেলার হাসপাতালে নজর দেওয়ার বার্তা দিলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। বিশেষত জেলাগুলিতে হাসপাতাল থাকলেও চিকিৎসকের যে অভাব রয়েছে, সেই অভিযোগ উঠে এসেছে বারবার। অভিযোগ উঠেছে, কীভাবে দিনের পর দিন হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও রোগীদের ফিরে যেতে হচ্ছে, শহরে যাওয়ার পথে মৃত্যু ঘটছে তাদের। আর এবার সেই একই কথা শোনা গেল খোদ তৃণমূল সংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে।

একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিজের কেন্দ্র হুগলিতে গিয়েছিলেন রচনা। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'সব বড় বড় হাসপাতাল তৈরি করেছি কিন্তু ডাক্তার নেই।' তাঁর দাবি, চিকিৎসকরা শহরকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসকদের উদ্দেশে রচনা বলেন, 'আপনারা একটু জেলার হাসপাতালগুলির দিকে একটু নজর দিন।' রচনা আরও বলেন, 'মানুষকে তো সেই কলকাতাতেই ছুটতে হচ্ছে আর যেতে যেতে রাস্তায় মারা যাচ্ছে।'

রচনার এই মন্তব্যে কটাক্ষ করছেন বিরোধীরা। বিজেপি নেতা সজল ঘোষের বক্তব্য, তাঁরা তো এ কথা বারবারই বলেছেন। রচনাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'উনি জানেন তো উনি এখন কোন দলে আছেন?' বিজেপি নেতারা দাবি চিকিৎসকদের নিয়ে প্রশ্ন না তুলে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। একই কথা বলছেন চিকিৎসক সংগঠনের নেতা উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে একটা সত্যি কথা বললেন। সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে।'

ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকায় বায়োডাইভারসিটি পার্ক তৈরির উদ্যোগে গঙ্গাবক্ষ পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকায় বায়োডাইভারসিটি পার্ক তৈরির জন্য ডিপিআর তৈরি হবে খুব শীঘ্রই। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল গঙ্গা বক্ষে পরিদর্শন চালালেন। বায়োডাইভারসিটির সিনিয়র রিসার্চ অফিসার অনির্বাণ রায় ও আর এক রিসার্চ অফিসার প্রকাশ প্রধানের নেতৃত্বে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ার এবং জেলা পরিবেশ দপ্তর বায়োডাইভারসিটি বোর্ডের কো-অর্ডিনেটর অরূপ কুমার মাঝি পরিদর্শনে আসেন। হাজির ছিলেন কালনা পুরসভার পুরপতি আনন্দ দত্ত, উপ পুরপিতা তপন পোড়েল সহ বিশিষ্টজনেরা। কালনার কাটিগঙ্গা

এলাকা থেকে কালনা মহকুমা শাসকের বাংলোর পিছন অংশ পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার ভাগীরথীর তীরবর্তী অংশের বায়োডাইভারসিটি পার্ক তৈরি হবে। বাটারফ্লাই পার্ক, ভেষজ গাছের বাগান, বিভিন্ন ফল ফুলের বাগান, কটেজ সহ নৌকা ভ্রমণ করে বিভিন্ন পর্যটকেরা পরিবেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। বিগত কয়েক বছর ধরে পরিযায়ী পাখিরাও এই চড়ে ভিড় জমাচ্ছে, উপরি পাওনা হিসাবে পরিযায়ী পাখিও দেখতে পারবেন পর্যটকেরা। আর পরিবেশ দপ্তরের উদ্যোগে কালনা পুরসভার সহযোগিতায় এখানেই গড়ে উঠবে বায়োডাইভারসিটি পার্ক। তারই ডিপিআর তৈরির জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের পরিদর্শনকারী দল এদিন পরিদর্শন করেন এলাকা।

উপভোক্তা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে হাজির রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জাতীয় উপভোক্তা দিবস উদযাপিত হল গঙ্গারামপুরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন দপ্তরের উদ্যোগে ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর কলেজের সহযোগিতায় এই দিনটি উদযাপন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, মহকুমা শাসক (গঙ্গারামপুর) অভিষেক শুক্লা, গঙ্গারামপুর কলেজের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর কুমার জানা সহ আরো অনেকে। এ বিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'আমরা সকলেই কোনও না কোনও ভাবে উপভোক্তা। বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নামক বিষয় চালু হয়েছে। এগুলোর যেমন ভালো দিক রয়েছে, তেমন এগুলোর মধ্যে দিয়ে মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা চলছে। তার জন্যই মানুষকে আমরা সচেতন করতে চাইছি।'

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে অ্যাম্বুল্যান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরের জলে গিয়ে পড়ল একটি অ্যাম্বুল্যান্স। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে জামালপুরের সাহাপুর সংলগ্ন এলাকায়। আহত হন চালক ও সহযোগী। আহতদের নাম জহিরুল শেখ ও অয়ন ঘোষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক প্রসূতি মাকে সাহাপুর সংলগ্ন এলাকায় নামিয়ে জৌগ্রামের দিকে যাওয়ার সময়, হঠাৎ এক সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে, গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে রাস্তার ধারে থাকা পুকুরে চলে নেমে যায় গাড়িটি। বরাত জোরে প্রাণে বাঁচে চালক ও সহযোগী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জামালপুর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। গাড়ির ভিতরে থাকা দু'জনকে উদ্ধার করে পাশের একটি স্থানীয় ওষুধের দোকানে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। অল্পবিস্তর আহত থাকায় বরাত জোরে প্রাণে বাঁচে তারা। পরে ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটিকে উদ্ধার করে পুলিশ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১) দেখুন]

রানাঘাট শাখা
২০, সুভাষ অ্যাভিনিউ, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২০১

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কেব অনুমোদিত অফিসার ০৫.১০.২০২৪ তারিখে একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা '**মৃত প্রয়াত রীনা বোসের সম্পত্তিতে (১৭.১০.২০২১ তারিখে মৃত্যু) আইনী উত্তরাধিকারী অর্থাৎ, শ্রী তাপস বোস,** প্রয়াত রিনা বোসের স্বামী, **শ্রীমতী চন্দনা সিংহ (বোস),** মাতা- প্রয়াত রিনা বোস, **শ্রী পুলক বোস,** পিতা- তাপস বোস এবং **প্রয়াত রিনা বোস,** শ্যাম প্রসাদ পল্লী, রানাঘাট কলেজের কাছে, রানাঘাট, নদীয়া, পিন-৭৪১২০১, **সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রী পুলক বোস** পিতা- তাপস বোস এবং **প্রয়াত রিনা বোস** ঠিকানা- শ্যাম প্রসাদ পল্লী, রানাঘাট কলেজের কাছে, রানাঘাট, নদীয়া, পিন- ৭৪১২০১ এবং **জামিনদার- শ্রী সুকুমার পাল,** পিতা- বিধু ভূষণ পাল, নাসারা, উত্তর রানাঘাট - ১, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১২০২, আমাদের **রানাঘাট শাখার** সাথে- কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১০,৮৬,৭১২.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশো বারো টাকা মাত্র) পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১০,৮৬,৭১২.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশো বারো টাকা মাত্র) তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ, বিক্রয় দলিল নং ১-৪৩৯৩ তারিখ ০৫.০৬.১৯৯০, **রীণা বোস -এর নামে,** স্বামী তাপস বোস এর নামে, এরিয়া : ২.৫০ ডেসিমেল, খতিয়ান নং আরএস ১৫১১,এলআর ৩৪৪৬ (পুরানো) এবং ১১২০৪ (নতুন) প্লট নং আরএস এবং এলআর ২৮, মৌজা : নাসরা, জেএল নং ১৫৬,শ্রেণি:ভিটা, হোল্ডিং নং ৩৫২,ওয়ার্ড নং ১৭, রানাঘাট, নদিয়া। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি** - উত্তরে : সড়ক ওয়ার্ড নং ১৭ পুরসভা; দক্ষিণে : শেফালি ব্যানার্জির সম্পত্তি; পূর্বে : দীপালি রায়ের সম্পত্তি; পশ্চিমে : ভোলানাথ কটন মিল।

তারিখ: ২৩.১২.২০২৪
স্থান: রানাঘাট
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র Bank of Maharashtra

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস : কলকাতা
৩ এন.এস. রোড, ম্যাকলিয়ড হাউস, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭৪৯০৫, ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in

[রুল - ৮(১)]
দখল নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র নিকট নিম্নে উল্লিখিত বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ/শাখার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ
মেসার্স শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) **শ্রী বিশ্বজিৎ মুখার্জি, পিতা শ্রী নির্মল কুমার মুখার্জি, (অংশীদার এবং জামিনদাতা) এবং শ্রীমতি কৃষ্ণা মুখার্জি, স্বামী শ্রী নির্মল কুমার মুখার্জি (অংশীদার এবং জামিনদাতা)। শাখা : এন এস রোড।**	**বন্ধকদাতা : শ্রী বিশ্বজিৎ মুখার্জি, পিতা শ্রী নির্মল কুমার মুখার্জি,** ফ্যাক্টরি জমি পরিমাণ ৬ কাঠা ১৫ ছটাক ২২ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত ৮০০ বর্গফুট (আনুমানিক) নির্মাণ কাঠামো অবস্থিত মৌজা : বোদাই, জেএল নং ২৭,আরএস নং ৬২, তৌজি নং ৭, আরএস দাগ নং ১০৮২,এলআর দাগনং ১২০১, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১০৪৬, ঘোলা থানা অধিক্ষেত্রে, ১ নং বিকান্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআর সোদপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পো : যুগবেড়িয়া, পিন : ৭০০১২৬, **প্লট এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৪ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক; **দক্ষিণে:** মদন ঘোষের সম্পত্তি; **পূর্বে :** অন্যান্যর সম্পত্তি এবং ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** শিবু ঘোষের সম্পত্তি।	ক) ০১.০২.২০২৪ খ) ২০.১২.২০২৪ গ) **২,৩৫,৬০,১৪২.৭০ টাকা** (দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ ষাট হাজার একশ বিয়াল্লিশ টাকা এবং সত্তর পয়সা) টাকা **২৯.০১.২০২৪** থেকে অধার্য সুদ সহ প্রযোজ্য হারে অন্যান্য চার্জ সহ

তারিখ : ২৫.১২.২০২৪, স্থান : কলকাতা — ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র'এর পক্ষে, চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারেন্টারস টু কর্পোরেট ডেটরস) রেগুলেশন অধীন ২০১৬ সালের আইবিসি কোড-এর ধারা ১০২ অধীন)
শ্রী বিষ্ণু কুমার ধনধনিয়া, ব্যক্তিগত জামিনদাতা মেসার্স বালি এক্সপোর্টস লি.-
বিনিয়োগকারীগণের দাবি সম্বলিত নোটিশ আহ্বান করা হচ্ছে

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ঋণগ্রহীতা/ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী বিষ্ণু কুমার ধনধনিয়া
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৭ডি, বালি হাই, ১ বালিগঞ্জ পার্ক রোড সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৯
৩.	[illegible]	C.P (IB) No. 209/KB/2024 তারিখ : ১৬.১২.২০২৪
৪.	[illegible] শুরুর তারিখ	অর্ডার ঘোষিত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪
৫.	[illegible]	১৪ জুন ২০২৫
৬.	[illegible] দেউলিয়া [illegible] নম্বর	সঞ্জয় মেহতা রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-02421/2021-2022/13647
৭.	[illegible]	সঞ্জয় মেহতা ২৫১/১, এন এন রোড, নিউ শ্রাচি গার্ডেন ব্লক ডি, ফ্ল্যাট - ৪সি, কলকাতা - ৭০০০২৮ mehta_sanjay2001@yahoo.co.in
৮.	[illegible]	সঞ্জয় মেহতা ২৫১/১, এন এন রোড, নিউ শ্রাচি গার্ডেন ব্লক ডি, ফ্ল্যাট - ৪সি, কলকাতা - ৭০০০২৮ pg.vishnu.dhandhania@gmail.com
৯.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫ জানুয়ারি ২০২৫
১০.	[illegible]	(ক) Weblink : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়েছে শ্রী বিষ্ণু কুমার ধনধনিয়া-এর ইনসলভেন্সি [illegible] ১৬.১২.২০২৪। [illegible] শ্রী বিষ্ণু কুমার ধনধনিয়া-এর [illegible]গণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৫.০১.২০২৫ তারিখের মধ্যে দফা নং ৮ এ [illegible] দাখিল করতে। [illegible] কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা হাতে হাতে বা ক্যুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টে [illegible]। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

সঞ্জয় মেহতা
প্রস্তাব পেশাদার
তারিখ: ২৫.১২.২০২৪
স্থান: কলকাতা
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-02421/2021-2022/13647

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড-এর ১০২(১) এবং (২) ধারা অধীন)
শ্রী মনোরঞ্জন রায় (মেসার্স পিনকন স্পিরিট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা) এর বিনিয়োগকারীগণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য
সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	শ্রী মনোরঞ্জন রায়
২.	কর্পোরেট ডেটরের নাম এবং সিন	মেসার্স পিনকন স্পিরিট লিমিটেড CIN : L67120WB1978PLC031561
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	[illegible]
৪.	নির্দেশ আবেদনের বিস্তারিত	IA(I.B.C)/1547(KB)/2024 C.P. (IB)/151(KB)2022 অর্ডার তারিখ ১৯.১২.২০২৪
৫.	[illegible]	১৯.১২.২০২৪
৬.	[illegible]	১৬.০৬.২০২৫
৭.	[illegible]	১৫.০১.২০২৫
৮.	[illegible]	অজয় কুমার আগরওয়াল IBBI/IPA-002/IP-N00608/2018-19/11859
৯.	[illegible]	[illegible] ca.aaa.2014@gmail.com
১০.	[illegible]	[illegible] pirp.monoranjan@gmail.com
১১.	[illegible]	Weblink:https://ibbi.gov.in/home/downloads [illegible]

[illegible]

অজয় কুমার আগরওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.১২.২০২৪
রেজি. নং IBBI/IPA-002/IP-N00608/2018-19/11859

ম্যাপল সার্কিটস লিমিটেড
CIN L31901WB1985PLC039419
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৮ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ইমেল : maplecircuitsind@gmail.com
৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ম্যাপল সার্কিটস লিমিটেড এরপক্ষে
স্বা/-
সাবির আহমেদ
ডিন : ০৯৬৭৩৩১৩
স্থান : কলকাতা

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪ এক্স, ৪র্থ তল, জীবনতারা বিল্ডিং,
ডি. এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩, ই-মেইল: sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [(রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১৯.১০.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা- **শ্রী দীনেশ কুমার রাওয়াত, মঙ্গল চন্ডি কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং-১বি, ব্লক-বি, ১ম ফ্লোর, হোল্ডিং নং- সি২-৯১/৮৮/১,২,৩,৪,৫, জি.এল. রায় রোড, পোস্ট- গোবিন্দপুর, থানা- মহেশতলা, কলকাতা-৭০০১৪১** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **২৫,৪৯,১৬১/- টাকা (পঁচিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশো একষট্টি টাকা মাত্র) এবং আরো সুদ ২০.১০.২০২৪ থেকে** পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **২৫,৪৯,১৬১/- টাকা (পঁচিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশো একষট্টি টাকা মাত্র)** এবং আরো সুদ ২০.১০.২০২৪ থেকে এবং তার উপর খরচ ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৬০৭-২০২২, পৃষ্ঠা ৪৩১৯৫৭ থেকে ৪৩২০০৪, দলিল নং ১৬০৭১৩৯৮৮-২০২২ সালের, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ।
মালিক : শ্রী দীনেশ কুমার রাওয়াত।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ১ (এক) টি স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১বি, দোতলায়, উত্তর-পশ্চিম মুখী, পরিমাণ আনুমানিক ৯৫৭ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ওয়াটার ক্লোসেট, এবং ১ বারান্দা, সমুদয় টাইলস মেঝে, তিনতলা ভবনে, সংখ্যায়িত ব্লক বি, লিফট সুবিধা সহ ব্লক বি এবং সি অবস্থিত মৌজা : রামপুর, পরগনা : মাগুরা,জেএল নং ১০, জেলা: কালেক্টরেট তৌজি নং ৯ এবং ৪১১,আরএস নং ৩৫২, সিএস খতিয়ান নং ৮, ১৪৭ এৃং ২০৬, আরএস খতিয়ান নং ২৬২, ৩৮৭, এবং ৪০২, এলআর খতিয়ান নং ২৬২, ৮৪১, ৮৪২ এবং ১০৩৩, সিএস দাগ নং ৩৫১ এবং ৩৫৪, আরএস দাগ নং ৪৭৪, এবং ৪৭৭, এলআর দাগ নং ৪৭৪ এবং ৪৭৭, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং সি২-৯১/৮৮/১,২,৩,৪,৫, জি এল রায় রোড, পো : গোবিন্দপুর (এম), থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৪১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **ভবনের চৌহদ্দি :- উত্তরে :** গণেশ প্রামাণিক এবং লঙ্গিয়া মোটরের প্লট; **দক্ষিণে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** ১৪ ফুট চওড়া সড়ক; **পশ্চিমে :** চাপদানি ইন্ডাস্টিজ -এর সম্পত্তি। **দ্রষ্টব্য : ২০০২ সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) অধীনে ইস্যুকৃত ১৯.১২.২০২৪ তারিখের পূর্ব নোটিশ প্রত্যাহৃত।**

তারিখ: ২৪.১২.২০২৪
স্থান: বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০০৯
হেড অফিস : ইউনিট নং ৪ এবং ৫, ৪র্থ তল, প্লট নং - ডি-২, সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, সাকেত, নিউ দিল্লি-১১০০১৭, ফোন নং ০১১৪২৬৫৪২৬৫
ইমেল: investorrelations@ashianahousing.com
ওয়েবসাইট: www.ashianahousing.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **কোম্পানির অতিরিক্ত - সাধারণ সভা (ইজিএম) ১৫ই জানুয়ারি ২০২৫ বুধবার সকাল ১১.৩০টায়** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) বা আদার' অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেসনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫, সহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১৪/২০২০ তারিখ- ০৮ ই এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ- ১৩ ই এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ- ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২২, এবং সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, যথাক্রমে ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), এবং সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ- ০৭ ই অক্টোবর, ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি করা অনুযায়ী অতিরিক্ত - সাধারণ সভা আহ্বানকারী নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।
উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, অতিরিক্ত - সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) এর সাথে নিবন্ধিত। সেবি-র সার্কুলার অনুসারে উল্লিখিত নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** যথাক্রমে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলো তালিকা ভুক্ত।
সেবি (লিস্টিং অবলিগেসনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, এটি জানানো হচ্ছে যে রিমোট ই-ভোটিং, বা অতিরিক্ত - সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ হল ০৩ জানুয়ারী ২০২৫ *('ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখ')*। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপি -এর দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি রিমোট ই-ভোটিং বা অতিরিক্ত -সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
শেয়ারহোল্ডাররা যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, অথবা লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যান্ডেট আপডেট করেননি, অনুগ্রহ করে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন
ক) প্রকৃত মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের বিশদ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর ১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম, আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে তাদের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য, ইমেল-আইডি, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, মোবাইল নম্বর এবং স্থায়ী অ্যাকাউন্টের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি, পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান), বিতাল হাউস, ৪র্থ তল, ৯৯, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, মাদাঙ্গির, দিল্লি-১১০০৬২। আইএসআর ১ ফর্মের ফর্ম্যাট এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https://www.ashianahousing.com/real-estate-investors/financial-reports#3** এ উপলব্ধ
খ) ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানির কাছ থেকে সমস্ত যোগাযোগ পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপিএস) কাছে।
ই-ভোটিং সুবিধা :
কোম্পানিটি এনএসডিএল-এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট তার সমস্ত সদস্যকে অতিরিক্ত-সাধারণ সভার নোটিশে নির্ধারিত রেজোলিউশনগুলির উপর অতিরিক্ত-সাধারণ সভার আগে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য। উপরন্তু, কোম্পানি মিটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে।
রিমোট ই-ভোটিং ১২ জানুয়ারি ২০২৫ (রবিবার) সকাল ০৯.০০টায় শুরু হবে এবং ১৪ ই জানুয়ারি ২০২৫ (মঙ্গলবার) বিকেল ০৫.০০ টায় শেষ হবে।
ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি
ক) অতিরিক্ত - সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে (ইজিএম) বিশদ পদ্ধতি অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম এবং ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে অতিরিক্ত - সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় সদস্যরা তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন
খ) ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার লগইন প্রমাণপত্রগুলি সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে যখন তারা উপরে প্রদত্ত পদ্ধতিতে সফলভাবে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করবেন।
১৪ই জানুয়ারি ২০২৫ (মঙ্গলবার) বিকেল ০৫.০০টার পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। যে সদস্যরা অতিরিক্ত - সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিডিও কনফারেন্স/ও এভিএম সুবিধার মাধ্যমে অতিরিক্ত - সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে বার্ষিক সাধারণের সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
অতিরিক্ত-সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।
যে সদস্যরা সভায় বক্তা হিসাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে/প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান তারা তাদের নাম, ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি/ফলিও নম্বর, প্যান এবং মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে তাদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানা থেকে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে নিজেদের প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেন **০৩ জানুয়ারী ২০২৫** বা তার আগে **investorrelations@ashianahousing.com**-এ। শুধুমাত্র সেই সদস্যরা যারা নিজেদেরকে স্পিকার শেয়ারহোল্ডার হিসাবে প্রাক-নিবন্ধিত করেছেন তাদের ইজিএম চলাকালীন মতামত/প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দেওয়া হবে। কোম্পানি ইজিএম-এর জন্য সময়ের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে বক্তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
আশিয়ানা হাউজিং লিঃ -এর পক্ষে
স্বা-
নিতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার)
মেম্বার নং: ACS 21191
স্থান : নিউ দিল্লি
তারিখ : ২৪.১২.২০২৪

‘ওয়ার্ক কালচার’ বা কাজের পরিবেশ ঠিক নেই চুঁচুড়া পুরসভায়

৬ কোটি টাকা কর আদায় বাকি, দাবি বিধায়ক অসিত মজুমদারের, ক্ষুব্ধ চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: ‘ওয়ার্ক কালচার’ বা কাজের পরিবেশ ঠিক নেই পুরসভায়, তাই ছ’য় কোটি টাকা কর আদায় বাকি। এমনটাই দাবি, বিধায়ক অসিত মজুমদারের। তাই কাজের পরিবেশ ঠিক করতে মঙ্গলবার সকালে আচমকা পুরসভায় হাজির হন। আর তা দেখেই রেগে আগুন চেয়ারম্যান। পুরসভায় চলল টানটান নাটক। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের পুর পারিষদ জয়দেব অধিকারীর সঙ্গে তীব্র বিতণ্ডায় জড়ালেন চেয়ারম্যান। অবাক হয়ে দেখলেন পুরসভার কর্মীরা।

গত দু’মাস বেতন পাননি বলে কাজ বন্ধ করে আন্দোলন করছিলেন চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীরা। রীতিমতো অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল পুরসভায়। জঞ্জালে ভরে ছিল গোটা শহর। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে রাজ্য সরকার তিন কোটি টাকা দেওয়ায় সেই বকেয়া বেতন দেওয়া হবে কর্মীদের। তবে আগামী মাসগুলোতে কী ভাবে বেতন দেওয়া হবে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে পুরসভা। মাসে দেড় কোটি টাকা প্রয়োজন পুরসভার। সেই টাকার সংস্থান করতে হলে পুরসভার কর আদায়ে জোর দিতে হবে।

চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের অভিযোগ, পুরসভার ওয়ার্ক কালচার ঠিক নেই বলে গত ৮ মাসে প্রায় ৬ কোটি টাকা কর আদায় বাকি পড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় পুরসভার কাজের পরিবেশ ফেরানো খুব জরুরি। তাই নিজে খ াতা নিয়ে পুরসভার কর্মীদের এদিন সই করান বিধায়ক। বলেন, ঠিক সময়ে অফিসে যেতে হবে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বিধায়ক বলেন, আমি অনেকদিন থেকে পুরসভার ওয়ার্ক কালচার ফেরাতে চাইছি। না পারলে কর্মীদের বেতন দেওয়া যাবে না। ১০ লক্ষ টাকা এখন পুরসভায় আছে, মাস শেষ হলেই দেড় কোটি টাকা লাগবে। কোথা থেকে আসবে টাকা, সেটা ভাবতে হবে। বিধায়কের এই পুরসভা নিয়ে সক্রিয়তায় আপত্তি জানিয়েছেন চেয়ারম্যান অমিত রায়। অমিত রায় বলেন, ‘এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। এখানে বিধায়কের কোনও কাজ নেই। তবুও তিনি কেন করছেন জানিনা। কেন এসেছিলেন তাও জানিনা। পুরসভার কর্মীরা সময়ে আসেন, কাজ করেন। কর আদায় সেই কর্মীরাই করবে, বাইরের লোক করবে না।’

মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদাকে প্রাধান্য, পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হতে চলেছে টাকিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: টাকি পুরবাসীর দীর্ঘদিনের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আনুকুল্যে ঘরে ঘরে নল বাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্নপূরণ করতে চলেছেন স্থানীয় বিধায়ক। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে নির্দেশে ও বসিরহাট দক্ষিণের চিকিৎসক বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি উদ্যোগে প্রায় ৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই জল প্রকল্পের টেন্ডারের কাজ অতি সম্প্রতি শেষ হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে বলেই জানিয়েছেন বিধায়ক।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার অধিকাংশ এলাকাতেই লবণাক্ত পানীয় জলের আধিক্য। নদীগুলির জলেও অতিমাত্রায় লবণ থাকায় তা সাধারণ উপায়ে পরিশ্রুত করে পানের অযোগ্য। ফলত টাকিবাসীদের পানীয়জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। ইতিমধ্যেই ‘টাকি’র নাম দেশের পর্যটন মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত। রাজ্য সরকারের উন্নয়নে টাকি এখন দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশি পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সেই টাকি পুরসভার ১৬ টি ওয়ার্ডের ৫৫-৬০ হাজার মানুষ পরিশ্রুত পানীয়জল থেকে বঞ্চিত ছিল। পুরসভার কিছু অংশে পুরনো পদ্ধতিতে পানীয়জল সরাবরাহ হলেও উন্নত ও পরিশ্রুত পানীয় জলের তেমন কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকরাও সমস্যার সম্মুখীন হতেন। এবার সেই সমস্যা পুরদস্তুর সমাধানের সবুজ সংকেত মিলেছে। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি জানিয়েছেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশকে প্রাধান্য দিয়েই ৪০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নল বাহিত পরিশ্রুত পানীয়জল টাকি পুরসভার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। টেন্ডার হয়ে গেছে, কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। এই প্রকল্পের কাজ ৩টি ধাপে হবে, শেষ হতে ৭২০ দিন সময় লাগবে।

রেল হাসপাতালে রেলকর্মীর রহস্যজনকভাবে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডালের পূর্ব রেলওয়ে হাসপাতালে এক রেল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। হাসপাতালের বাথরুম থেকেই উদ্ধার মৃতদেহ। মৃত রেলকর্মীর নাম মৃত্যুঞ্জয় মাঝি, বয়স আনুমানিক ৪৬। তিনি রেল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের পোস্ট ট্রাক মেইন্টেনার হিসেবে কাজ করতেন। মৃত রেলকর্মীর বাড়ির লোকের অভিযোগ, পূর্ব রেলওয়েতে কর্মরত মৃত্যুঞ্জয়কে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে আর সেই কারণেই মানসিক অবসাদে ভুগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। হাসপাতালে বাথরুমে তার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃত রেলকর্মীর স্ত্রী অর্পিতা মাঝি অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই তার স্বামীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে বিভিন্নভাবে মানসিকভাবে নির্যাতন চালাচ্ছিল, জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি করা হয়েছিল তাকে, তাতে সমস্যা হচ্ছিল, রেলের বিভিন্ন দপ্তরে জানানোর পরও কেউ সাহায্য করেনি আর সে কারণেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল মৃত্যুঞ্জয়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ায় শারীরিক অবনতি হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং তার উর্ধ্বতন আধিকারিকদের মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। মৃত রেলকর্মী মৃত্যুঞ্জয়ের এক সহকর্মী জানান, রেলের আধিকারিকরা মৃত্যুঞ্জয়কে নানান ভাবে মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে আর সে কারণেই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। বেলা বাড়তে ঘটনাস্থলে আসে রেলের উচ্চতর আধিকারিকরা। তাদের দেখেই বিক্ষোভ দেখাই মৃতের সহকর্মী থেকে শুরু করে পরিবারের লোকজন।

প্রকাশ্যে রাস্তায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রকাশ্য রাস্তায় বন্দুক দেখি য়ে হুমকি দেওয়ার ঘটনার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়া কালিরথান এলাকায়। এই ঘটনার পর ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পাইপ গান এবং এক রাউন্ড কার্তুজ। এদিন ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম অজিত হালদার ওরফে ভোদল। তার বাড়ি জোড়াকালীর থান এলাকায়। বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযুক্ত যুবক এলাকারই এক গৃহবধূকে মোবাইলে ফোন করে নানাভাবে উত্যক্ত করছিল বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন ওই গৃহবধূর পরিবার। এরপরই এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি চায়ের দোকানের সামনেই অভিযুক্ত যুবক ওই গৃহবধুর পরিবারের দুই আত্মীয়কে বন্দুক দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। প্রকাশ্য রাস্তায় এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা পরিস্থিতি বুঝে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত ওই যুবককে ধরে ফেলে। দেওয়া হয় গণপিটুনি। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। অবশেষে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ সহ পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

পুলিশকে অভিযোগে ওই গৃহবধূর এক জামাইবাবু দিলীপ হালদার বলেন, কয়েক মাস আগেই আমার শ্যালক গোপাল হালদারের সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন ধরেই এলাকারই যুবক অজিত হালদার আমার শ্যালকের স্ত্রীর মোবাইলে ফোন করে নানাভাবে উত্যক্ত করছিল। বিষয়টি জানতে পেরে ওকে গত সোমবার রাস্তায় ধরে প্রতিবাদ করেছিলাম। এভাবে কেন একজন মহিলাকে উত্যক্ত করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম। তখন ওই যুবক কোনওরকম কথা না বলে চলে গিয়েছিল। এরপরে এদিন দুপুরে এই এলাকায় আমার শ্বশুর বাবলু হালদারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তখনই ওই যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে খুন করার হুমকি দেয়। তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। অবশ্য আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে অস্ত্র

সহ ওই যুবককে ধরে ফেলে। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন ওই গৃহবধূর পরিবার। এদিকে আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত অজিত হালদার জানিয়েছেন, তিনি কাউকে হুমকি দেননি। তবে তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। সে জোড়াকালী থান এলাকার কোনও একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকেই এটি কুড়িয়ে পেয়েছিল। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, ফাইভ গান এবং এক রাউন্ড কার্তুজ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মালদা আদালতের মাধ্যমে পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

জেলা পুলিশে টকিং ড্রোনের ব্যবহার শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্যে এই প্রথম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ‘টকিং ড্রোন’ ব্যবহার করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে জেলা পুলিশে টকিং ড্রোনের মাধ্যমে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম প্রযুক্তি ব্যবহার চালু হয়েছে। এই পরিষেবার সূচনা করেন রাজ্য পুলিশের এডিজি অশোক প্রসাদ। এই টকিং ড্রোনের মাধ্যমে পুলিশ সুপার প্রীতিমান সরকার জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অথবা কোনও ভিড় বা জনসমাবেশে বহু মানুষকে একসঙ্গে কোনও বার্তা দেওয়ার দরকার পড়লে এই ড্রোন সিস্টেম ব্যবহার করা হবে। তিনি বলেন, এই ড্রোনটি একটানা ৩৫ মিনিট ধরে প্রায় ২০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত উড়ে কোনও বার্তা দিতে পারবে। ওয়াকি-টকির মাধ্যমে এই ড্রোনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যাবে।

খানাকুলে পিকনিকের মরসুমে শব্দ সন্ত্রাসে বন্ধ করতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: শব্দদূষণে ওষ্ঠাগত প্রাণ। তাই শব্দ-সন্ত্রাস রোধে কঠোর পদক্ষেপ নিল আরামবাগ মহকুমার খ নাকুল থানার পুলিশ। রীতিমতো সাউন্ড ব্যবসায়ী ও ডেকরেটর ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করে পুলিশ। সেখানে পুলিশ প্রশাসন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়, কোনও ভাবেই সাধারণ মানুষের অসুবিধা করে মাইক বক্স বাজানো যাবে না। ডিজে বাজানো পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আইন মেনে সাউন্ড বাজাতে হবে। যদি কোনও ব্যবসায়ী আইন লঙ্ঘন করে সাউন্ড বাজায় তাহলে আইন অনুযায়ী খ নাকুল থানার পুলিশ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মঙ্গলবার খানাকুল থানার ওসি মুন্সি হাবিবুর রহমানের উদ্যোগে এই বৈঠক হয়। জানা গেছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ২৫ তারিখ থেকে নতুন বছরের প্রথম মাস জানুয়ারি জুড়ে খানাকুলের পিকনিক স্পষ্টগুলিতে মাইক বক্স ও ডিজে বাজানোর অভিযোগ ওঠে। তাই এই বছর শব্দ

সন্ত্রাস বন্ধ করতে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রসঙ্গত, শব্দ সন্ত্রাসের ফলে বধিরতা বাড়ছে। কানের সমস্যা বাড়ছে। প্রাপ্তবয়স্কদের শুধু নয়, শিশুদের মধ্যেও বেড়ে চলেছে। জন্মগত ত্রুটি, জটিল রোগ, সংক্রমণ জনিত রোগ, শব্দদূষণ থেকে লাইফস্টাইল ডিজির ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে রীতিমতো উদ্বেগে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বলছে, আগামী ৩০ বছরের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ৯০ কোটির বেশি মানুষ কানের সমস্যায় ভুগবেন। পিকনিকের নামে সারারাত ধরে চলছে ডিজে বাজিয়ে নাচগান। একজনের আনন্দ অন্য জনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষ তো বটেই, শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের উপর এর প্রভাব ভয়ঙ্কর। এই জন্য খ নাকুল থানার পুলিশ প্রশাসন এই সময় যাতে সাউন্ড কন্ট্রোল করে মাইক চলে সেই বার্তা দেয় উপস্থিত ব্যবসায়ীদের। পুলিশ জানিয়েছে, এই বছর খানাকুলের রাজা রামমোহন রায়ের আম বাগান থেকে শুরু করে নদীর চর সহ প্রতিটি পিকনিক স্পষ্টে পুলিশের নজরদারি থাকবে। আইন অমান্য করে মাইক বাজানো হলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপরদিকে ব্যবসায়ীদের পক্ষে হিমাদ্রিবাবু বলেন, খানাকুল থানার ওসি যে গাইড লাইন দিয়েছেন সেই মতোই সাউন্ড বাজানো হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
বি-৮/৩৫, আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৩৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১)-এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **গঠনমূলক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২২.০১.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **“যেখানে যেমন আছে”, “ যা আছে তা আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে”** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৭৫,৯৭,৭০৫.০০ টাকা (পঁচাত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশো পাঁচ টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৫০,০৬,৪৪৮.৭০ টাকা + ২৫,৯১,২৫৬.৩০ টাকা) ২২.১২.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া এবং তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স এস.এ. এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী সুশান্ত দাস,** গ্রাম - শান্তিনগর, সাগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট - মদনপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৪৫ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এস. এ. এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুশান্ত দাস,** গ্রাম-শান্তিনগর, সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট-মদনপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৪৫। **জামিনদার তথা বন্ধকদাতা: শ্রী সুশান্ত দাস** পিতা- প্রয়াত বিনোদ বিহারী দাস গ্রাম-শান্তিনগর, সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট-মদনপুর, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১২৪৫। **জামিনদার: শ্রীমতী শিল্পী রানী দাস** স্বামী- শ্রী সুশান্ত দাস গ্রাম-শান্তিনগর, সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত,পোস্ট-মদনপুর, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১২৪৫। খ) **কল্যাণী আই.ই. শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, **শ্রী সুশান্ত দাস -এর নামে,** পিতা প্রয়াত বিনোদ বিহারী দাস উল্লেখ্য দান দলিল নং ৩৪৬, তারিখ ৩১/০১/২০১১, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১, পৃষ্ঠা ৪৫৫২ থেকে ৪৫৬৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কল্যাণী, তারিখ ৩১.০১.২০১১, ৮০ নং সগুনা মৌজা- এলআর খতিয়ান নং ১৬৮১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৪, পোঃ- মদনপুর, থানা : কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, জমির এরিয়া: ৫ ডেসিমেল, শ্রেণি: বাড়ি, **চৌহদ্দি** - উত্তরে : বিরাজ মোহন মিত্রর সম্পত্তি; দক্ষিণে : কমলা কান্তি রায় -এর সম্পত্তি; পূর্বে : প্রয়াত বিনোদ বিহারী দাসের সম্পত্তি; পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।	**৭৫,৯৭,৭০৫.০০ টাকা (পঁচাত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশো পাঁচ টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৫০,০৬,৪৪৮.৭০ টাকা + ২৫,৯১,২৫৬.৩০ টাকা) ২২.১২.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া** এবং তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ২০,১০,০০০.০০ টাকা (*) (কুড়ি লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,০১,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30021637419 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) গঠনমূলক দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২২.০১.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) / স্বত্বাধিকারী(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৩.১২.২০২৪
স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিমুরালি ব্রাঞ্চ
চাঁদুরিয়া পঞ্চায়েত রোড,
গ্রাম - শিমুরালি পো ঃ চাঁদুরিয়া,
থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া পব, পিন - ৭৪১২৪৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **“যেখানে যেমন অছে”, “যেখানে যা আছে”, এবং “যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” ২২.০১.২০২৫ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, শিমুরালি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩৩,২০,৮১৬.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ কুড়ি হাজার আটশ যোলো টাকা)** (বিবি + এমওআই = ২২,৭৩,৪৭২.১৫ টাকা + ১০,৪৭,৩৪৩.৮৫ টাকা) **২২.১২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা মেসার্স অনন্যা (স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা)** শিঙ্গের হাট, প্রেমিসেস নং ১১১৭, ওয়ার্ড নং ৯, পো. এবং থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ -এর কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অনন্যা (স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা) সিংহেরহাট, প্রেমিসেস নং ১১১৭,ওয়ার্ড নং ৯, পো এবং থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া,পিন : ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ। শ্রী পলাশ খান (স্বত্বাধিকারী) পিতা শ্রী অমল খান গ্রাম : রাজবাগান, ওয়ার্ড নং ২, পো এবং থানা :চাকদহ, জেলা : নদিয়া,পিন : ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ। জামিনদাতা/বন্ধকদাতা খুকু রানি খান স্বামী : অমল খান, গ্রাম : রাজবাগান,ওয়ার্ড নং ২, পো এবং থানা :চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ। খ) সিমুরালি শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : যশরা, জেএলনং ২৪, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮, ১৩০১/১, ১৬৪/১, ১৩৩১, আরএস দাগ নং ১২৭৫, , এলআর দাগ নং ৬৬৯/১৭৬৮, জমির এরিয়া - ৯.০০ ডেসিমেল,হাল তৌজি নং ১২, পরগনা : আলমপুর,হোল্ডিং নং ১০৮৩, ওয়ার্ড নং ২, চাকদহ পুরসভা অধীন,পো এবং থানা: চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন: ৭৪১২২২, বিক্রয় দলিল নং ১৭৩৩-২০০২সালের, বুক নং ১, ভলুম নং ২১, পৃষ্ঠা ১৯৫ থেকে ২০০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-চাকদহ, নদিয়া। **সম্পত্তি শ্রীমতি খুকুরানি খান,** স্বামী অমল খান এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে: প্রাথমিক বিদ্যালয়,দক্ষিণে : সবুজ দেব এর ভবন, পূর্বে: অনন্ত ঠাকুরের ভবন,পশ্চিমে : ক্লাব এবং পুর সড়ক।	৩৩,২০,৮১৬.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ কুড়ি হাজার আটশ যোলো টাকা) (বিবি + এমওআই = ২২,৭৩,৪৭২.১৫ টাকা + ১০,৪৭,৩৪৩.৮৫ টাকা) **২২.১২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ**	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা (*) (আঠাশ লাখ টাকা) খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা (দুই লাখ আশি হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30221610955 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২২.০১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@ps-balliance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)**এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের (https://baanknet.com)-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/স্বত্বাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ২৩.১২.২০২৪/স্থান : শিমুরালি
অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বহরমপুর প্রধান শাখা
৩১৫, নেতাজি রোড, পোস্ট - খাগড়া,
থানা - বহরমপুর
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৪.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **“যেখানে যেমন আছে”, “যা আছে তা আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে”** ভিত্তিতে যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর কাছে বকেয়া **২০,৮১,৫৩৮.০০ টাকা** (কুড়ি লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত আটত্রিশ টাকা মাত্র) **(বিবি + এমওআই = ১৯,৮৪,৫৮৯.০০ টাকা + ৯৬,৯৪৯.০০ টাকা) ২৩.১২.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্যামলী মৈত্র**, ৪/১, কুঞ্জ আবাসন, ৫৩, নয়া সড়ক রোড, গোরাবাজার সামরিকী দোকানের নিকটে, পোঃ এবং থানা বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১ **এছাড়াও এখানে**- “নিধি টাওয়ার”, ফ্ল্যাট নং ২-ও, ৩য় তল, ৩৯/১, রোশগঞ্জ রোড, পোস্ট- কসিমবাজার রাজ, বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০২ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা-তথা-বন্ধকদাতা: শ্রীমতী শ্যামলী মৈত্র** স্বামী- শ্রী প্রবীর কুমার মৈত্র **সহ-ঋণগ্রহীতা-তথা-বন্ধকদাতা: নিবিড় মৈত্র** পিতা- প্রবীর কুমার মৈত্র **উভয়ের ঠিকানা:** ৪/১, কুঞ্জ আবাসন, ৫৩, নয়া সড়ক রোড, গোরাবাজার সামরিকী দোকানের কাছে, পোস্ট ও থানা- বহরমপুর জেলা - মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১০১ **এছাড়াও**- ‘নিধি টাওয়ার’ ফ্ল্যাট নং ২-ও, ২য় ফ্লোর ৩৯/১, রোশগঞ্জ রোড, পোস্ট - কসিমবাজার রাজ বহরমপুর পৌরসভার অধীনে, জেলা , মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২ খ) **বহরমপুর প্রধান শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মৌজা ৯৯, কালিকাপুর, খতিয়ান নং আরএস ৮০, এলআর ৭৭৮, ১০১১, ১০১৮, প্লট নং আরএস ৩৪১, আরএস ৩৪২, আরএস ৩৪৩, এলআর ৪৬৭, এলআর ৪৬৯, এলআর ৪৬৮, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৩৯.০৬ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং এইচ, ৩য় তলে ভবনের নাম হিন্দি টাওয়ার, বহরমপুর পুরসভার হোল্ডিং নং ৩৯/১, রোশগঞ্জ রোড, পোঃ - কসিমবাজার রাজ, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২। বিক্রয় দলিল নং ১৫৯৭৪ তারিখ ১৩.১০.২০২৩ বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১২০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা - ৩৬৭৯৯৬-৩৬৮০২৬ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বহরমপুর। **ভবনের (নিধি টাওয়ার) চৌহদ্দি** - উত্তরে: বিষ্ণুপদ মুখার্জি, দক্ষিণে : রোশগঞ্জ রোড, পূর্বে : হুকুম চাঁদ ব্যাঙ্গ পশ্চিমে : রোশগঞ্জ রোড।	**২০,৮১,৫৩৮.০০ টাকা** (কুড়ি লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত আটত্রিশ টাকা মাত্র) **(বিবি + এমওআই = ১৯,৮৪,৫৮৯.০০ টাকা + ৯৬,৯৪৯.০০ টাকা) ২৩.১২.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ	ক) ২৩,৯৩,০০০.০০ টাকা (*) (তেইশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৩৯,৩০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশত টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30591402464 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৪.০২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৪.১২.২০২৪ / স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি ঘোষিত, ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচও

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যে হাইব্রিড মডেল-এ হবে তা আগেই জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি। এ বার ঘোষিত হয়ে গেল প্রতিযোগিতার সূচিও। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল ৯ মার্চ। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ কবে হবে সে দিকে নজর ছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের। ২৩ ফেব্রুয়ারি হবে সেই খেলা। দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে দুই দল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'টি গ্রুপ রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে চারটি করে মোট আটটি দল খেলবে। একটি গ্রুপে রয়েছে; ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নিউ জল্যান্ড। অপর গ্রুপে রয়েছে; অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান। মঙ্গলবার আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করেছে। প্রথম ম্যাচ ১৯ ফেব্রুয়ারি করাচিতে। মুখোমুখি পাকিস্তান ও নিউ জল্যান্ড।

গ্রুপ পর্ব ও নকআউট মিলিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মোট ১৫টি ম্যাচ হবে। তার মধ্যে গ্রুপ পর্বে ভারতের তিনটি ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ২ মার্চ নিউ জল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ভারত।

৪ মার্চ হবে প্রথম সেমিফাইনাল। সেই ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। অর্থাৎ, ভারত যদি সেমিফাইনালে ওঠে তা হলে তারা প্রথম সেমিফাইনালেই খেলবে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ৫ মার্চ লাহোরে। ফাইনাল ৯ মার্চ। যদি ভারত ফাইনালে ওঠে তা হলে সেই খেলা হবে দুবাইয়ে। যদি না ওঠে তা হলে লাহোরে হবে ফাইনাল। একমাত্র ফাইনালের জন্যই এক দিন অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ, ৯ মার্চ কোনও কারণে খেলা শেষ না হলে ১০ মার্চ খেলা হবে।

২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে হবে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ফের হিংসায় উত্তাল মণিপুর

ইম্ফল, ২৪ ডিসেম্বর: ফের হিংসায় উত্তাল মণিপুর। কুকিদের বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগ তুলল আর এক খ্রিস্টান জনজাতি গোষ্ঠী নাগা। সেনাপতি জেলার গমগিফাইয়ে নাগা ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের ওপর কুকিরা রবিবার রাত থেকে দফায় দফায় হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠল।

মণিপুরের পাহাড়ি জেলাগুলির মধ্যে সেনাপতি এবং উখরুলে নাগাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। গত দেড় বছরের মেইতেই-কুকি সংঘর্ষের সময় নাগা প্রভাবিত এলাকাগুলিতে হিংসার প্রকোপ ছিল তুলনামূলক কম। মেইতেইদের সশস্ত্র বাহিনী নাগা চার্চেও কোনও হামলা চালায়নি। কিন্তু সেনাপতি ডিস্ট্রিক্ট স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, মাও স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, পিএনডিএমের মতো নাগা সংগঠনগুলি কুকি হামলার প্রতিবাদে পথে নামায় নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা করছে পুলিশ-প্রশাসন।

২০২৩ সালের ৩ মে জনজাতি

ছাত্র সংগঠন 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর' (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে মণিপুরে অশান্তির সূত্রপাত। ২৭ মার্চ মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেইদের তপসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই সংঘাতের সূচনা হয়েছিল সেখানে। দেড় বছরের বেশি সময় কেটে গেলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই বিজেপি শাসিত রাজ্যে অশান্তি থামেনি। মণিপুরের আদি বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কুকি, জড়ো-সহ কয়েকটি তপসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে এখ নও পর্যন্ত প্রায় আড়াইশো জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়ার সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

জন্মদিনে ডেকে বিবস্ত্র করে মার, গায়ে প্রস্রাবের অভিযোগ, আত্মঘাতী কিশোর

লখনউ, ২৪ ডিসেম্বর: জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ডেকে বিবস্ত্র করে মারধর এবং গায়ে প্রস্রাব করার অভিযোগ। অপমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল বছর ১৬-র কিশোর। উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা এবং অভিযুক্তকে আড়াল করার অভিযোগ উঠেছে।

পরিবার সূত্রে খবর, গত ২০ ডিসেম্বর গ্রামেরই একজনের বাড়িতে জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল। আমন্ত্রণ পেয়ে সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিল ওই কিশোর। বাড়ি ফিরে আসে মাঝরাতে। পরের দিন সকালে বাড়ির সকলকে জানায় বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা। পরিবারের সদস্যদের দাবি, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তাকে নগ্ন করে মারধর করা হয়, তার গায়ে প্রস্রাবও করা হয়। চলে অকথ্য অত্যাচার। গোটা ঘটনার ভিডিয়ো তুলে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। ভিডিওটি মুছে দেওয়ার অনুরোধ করলে ওই কিশোরকে থুতু চাটতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ।

পরিবারের লোকজন প্রশ্ন করছেন, তা হলে কি এসব পূর্বপরিকল্পিত ছিল? সব পরিকল্পনা করেই ডাকা হয়েছিল ওই কিশোরকে অনুষ্ঠানে? পরের দিন সব শুনে থানায় অভিযোগ দায়েরের জন্য গেলেও, পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেনি।

উলটে কিশোরকে ফের হেনস্থা করা হয়। তারপরেই চরম পথ বেছে নিয়েছে সে। সেখানকার সার্কেল অফিসার জানিয়েছেন, আত্মহত্যা সম্পর্কিত একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান বাছাইয়ে আপত্তি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধানকে বেছে নেওয়া নিয়ে আপত্তি জানাল কংগ্রেস। বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে নিজেদের বিরুদ্ধমত জানিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে লিখে ছেন, পারস্পরিক আলোচনা ছাড়াই আগাম গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জাতীয় মানবাবিকার কমিশনের প্রধানকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভি রামসুব্রহ্মণ্যনকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নবম চেয়ারপার্সন হিসাবে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রিয়ঙ্ক কানুনগো এবং প্রাক্তন বিচারপতি বিদ্যুৎরঞ্জন সারঙ্গীকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ভি রামসুব্রহ্মণ্যন ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন।

প্রসঙ্গত, রাহুল এবং খাড়গে মানবাধিকার কমিশনের প্রধান হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত দুই বিচারপতি রোহিন্টন ফলি নরিম্যান এবং কেএম জোসেফের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কমিশনের সদস্য হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস মুরলীধর এবং আকিল আব্দুলহামিদ কুরেশির নাম

প্রস্তাব করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের তরফে যুক্তি দেওয়া হয় যে, 'মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সুনাম' রয়েছে প্রত্যেকেরই।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান বাছাই করতে গত ১৮ ডিসেম্বর যে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি বৈঠকে বসে, তার র প্রধান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন লোকসভার স্পিকার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান। গত ১ জুন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণকুমার মিশ্র অবসরগ্রহণ করার পর এত দিন ওই পদে স্থায়ী ভাবে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি।

ভগ্নপ্রায় ও ধ্বংসস্তূপের মাঝে লেবাননের সেন্ট জর্জ মেলকিট ক্যাথলিক চার্চে আনা হল ক্রিসমাস ট্রি!

বেইরুট, ২৪ ডিসেম্বর: গত অক্টোবরে ইজরায়েলি সেনার বিমান হামলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে শহর। তবু উৎসবের মরশুমে চার্চের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্রিসমাস ট্রি। নেট ভুবনে ছড়িয়ে পড়েছে সেই ছবি। বড়দিনের আগে লেবাননের এই ছবিই যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে আলো জ্বলুক না জ্বলুক আজ আলোর উৎসব।

দক্ষিণ লেবাননের দার্দঘায়ায় শতাধীপ্রাচীন সেন্ট জর্জ মেলকিট ক্যাথলিক চার্চের একটি অংশ এখন ভগ্নস্তূপ। চারপাশে ধ্বংসের চিহ্ন। অক্টোবরের ধাক্কা এখনও সামলিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। তবু উৎসবের মরশুমে সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতরেই ক্রিসমাস ট্রির সেজে ওঠা যেন এক আশ্চর্য সদর্থক বার্তা দিচ্ছে। এপ্রসঙ্গে বলতে সেখানকার পুরসভা কর্মী এবং চার্চের একনিষ্ঠ কর্মী জর্জ এলিয়া বলছেন, এবারের ক্রিসমাস আমাদের জন্য দুঃখের। কিন্তু আমরা চাইনি শহরের মানুষদের কাছেও এই চার্চ দুঃখের চিহ্ন হয়ে থাকুক। তাই আমরা এই ক্রিসমাস ট্রি লাগিয়েছি এখানে। ছুটির দিনের আনন্দ ছড়িয়ে দিতেই আমরা এমনটা করেছি।

কিন্তু ক্রিসমাস ট্রি থাকলেও এবার আর ক্রিসমাস পালন হবে না এখানে। হওয়া বোধহয় সম্ভবও নয়। কেননা চার্চটাই যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে! আলোও জ্বালানো সম্ভব হয়নি। কেননা বিদ্যুৎ সংযোগও

নেই। জর্জের কথায়, আলো না থাকলেওযিশু আমাদের হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করবেন, যা আমাদের হৃদয়ে আলো জ্বেলে তাঁর প্রতি আমাদের প্রেমকেই প্রস্ফুটিত করে তুলবে।

ইজরায়েলের বোমায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে চার্চের ছাদ। থামগুলির অবস্থাও তথৈবচ। ভিতরে পড়ে রয়েছে কেবলই ধ্বংসপ্রাপ্ত ইটকাঠপাথরের টুকরো। তবু তার মধ্যেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রিসমাস ট্রি দেখিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধের ভ্রুকুটির মাঝেও উৎসবের আয়োজনকে ধ্বংস করা যায় না। আলো না জ্বললেও আশার আলোই জ্বলে উঠছে মানুষের মনের ভিতরে।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-46 of 2024-2025 Dated 23.12.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

NIT No- 25/SB/EN/2024-2025, Memo No-2862/1 (55)/EN/SB, Date -18/12/2024
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing- **18/12/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents: From- **18/12/2024 18:00 hours To-26/12/2024 14:00 hours**. Period and time of submission Bids: From- **18/12/2024 18:00 hours To-26/12/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **28/12/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

e-Notice Tender Inviting
e-N.I.T. No.:- 13 (2nd Call), 14, 15 & 16 of 2024-25 (Memo No.- 5163, 1410, 5142, 5162/ Deb- PS/BDO, Dated- **24.12.2024, 19.12.2024, 21.12.2024, 24.12.2024)**
Last Date & Time of submission tender documents:- **04.01.2024, 22.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2024 upto 17:00 hrs.**
Details may be had from the office in official date & time & **www.wbtenders.gov.in,**
Sd/-
Block Dev. Officer/Executive Officer
Debra Dev. Block/Debra Panchayat samiti

ABRIDGED NIT
(DakshinGangadharpur Gram Panchayat)
On behalf of Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids through e-tendering process for const. of Tree (3) nos Civil works within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are **Rs. 293644/-, 293493/-, 125707/- and Tender IDs are 2024_ZPHD_ 788722_1, 2024_ZPHD_788760_1, 2024_ZPHD_ 788769_1** respectively. The last Date of submission of Bid (online) is **28/12/2024 up to 04:30 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.
Sd/- Pradhan,
Dakshin Gangadharpur G.P.

DOMDOMA GRAM PANCHAYAT
Tender Notice of Domdoma G.P.
Memo No.-250(4)/DGP/2024 Dt-16/12/2024 and Memo no.-251(4)/DGP/24 Dt. 16/12/24 and 252(4)/DGP/2024 Dt. 16/12/24 and 253(4)/DGP/24 Dt. 16/12/24 respectively e-Tender is hereby invited from Bonafide contractors/Agency for the different Construction works, bid submission closing date 28/12/24 at 11 A.M. other details may be seen from the website wbtenders.gov.in and office Notice board of Domdoma Gram Panchayat except holidays.

OFFICE OF THE
RADHARGHAT-I GRAM PANCHAYAT
SEALMARA: BERHAMPORE: MURSHIDABAD
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO-05/5th SFC (UNTIED) & 06/5th SFC (TIED) /RADHARGHAT-I GP/2024-25, Dated: 23/12/2024 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-I G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto **02/01/2025, Time : 17.00 hours.**
Details May be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Radharghat-I G.P
Sealmara, Berhampore, Murshidabad.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 225 & 226/2024-2025 Dated- 24-12-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Coochbehar and Dakshin Dinajpur District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **25-12-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **13-01-2025 upto 3.00 pm**
Date: 24.12.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 53/E.O. Kh-II/ 2024-25, Date: 23.12.2024. (Tender ID: 2024_ ZPHD_789475_1 to 2),** for BORO Bundh under Block area. Last date of bids ends on **06.01.2025 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Office of the
Sadikhan's Dearh Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad
Prodhan- Mahabul Islam
NIT No: 04/SADI/GP/5th SFC (UNTIED & TIED)/2024-25, Memo No-197 /1(14)/ SADI Date-20/12/2024 & NIT No- 05/ SADI/GP/15thCFC(UNTIED & TIED)/ 2024-25, Memo **No-198 /1(14)/SADI Date-20/12/2024,** Last Date Application **- 03/01/2025 upto-2.00 PM**
Last date of dropping of sealed Tender form- **03/01/2025 Upto-2.00 PM.**
Date of opening of Tender **-06/01/2025 Upto-2.30 PM.**
For Details please visit website- **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sadikhan's Dearh Gram Panchayat

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through on-line bid system under following tender(NIeT) No:- **06/ Bokhara-II/15th CFC & 5th SFC/2024-25, Dated- 23/12/2024.** The last date of online submission of tender is **31-12-2024 upto 18.00 hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ঃ জিএসইউ/ইলেক্ট/এএসএন/২০২৪/০২, তারিখ ২৩.১২.২০২৪। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/ইলেক্ট, গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রখ্যাত টেন্ডারদাতা যাঁদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স রয়েছে এবং যাঁরা আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার কেস নং ঃ জিএসইউ-ইলেক্ট-এএসএন-২০২৪-০২। কাজের নাম ঃ** আণ্ডাল - গতি শক্তি ইউনিট আসানসোল-এর অধীনে আপ লাইন এবং বিওএক্সএন ডিপোর পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ কাজ। **টেন্ডার মুল্য ঃ** ৩,৪০,৮৫,৮২৪.৭৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,২০,৪০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **কাজের জন্য প্রস্তাবের বৈধতাঃ** বন্ধের তারিখ থেকে ৯০ দিন। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।
ASN-283/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেসের লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম
নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি.III, তারিখ ২৩.১২.২০২৪
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউল-এর মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০১টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি এসএলআর-এর ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in**-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। এই ই-নিলামের জন্য দরপ্রস্তাব **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। ই-নিলামে অংশ নিতে, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামুলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারও গ্রহণ করতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিশদঃ অকশন ক্যাটালগ নং** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-১এ। **ট্রেন ঃ** ০১টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০১.২০২৫ দুপুর ১টা।
HWH-505/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Realignment of Rising Main Pipe-Line by laying of 400 mm Dia. and 300 mm Dia. DI (K9) Pipe with Road Restoration and Construction of Valve Chamber at DVC More within Ward- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-161/24-25
Tender ID : 2024_MAD_789922_1 • Estimated Amount : 12,73,273/-
2) Name of the Work: Yearly Maintenance Work of Green (Gallery. Lawns, Plants at Bhagat Singh Stadium.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-62/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_790132_1 • Estimated Amount : 22,66,286/-
Last Date : 09th January 2025, up to 5:00 pm
3) Name of the Work: Re- Construction and Renovation of Valve Room at Kaniska More, Gandhi More, Santiban Park, Gopalmath, Muchipara ITI, Ambagan More, within DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-142/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_789931_1 • Estimated Amount : 9,58,144/-
4) Name of the Work: Sinking of 1 No. borewell (200.00 mtr Depth) with Installation of Submersible Pump & Laying of 75 mm Dia. HDPE Pipe-Line (Supplying, Fitting and Fixing) at Tafashil Jati Upojati Anagrasar Mahila Samiti (Kamalpur Ghosh Para) within Ward No.- 01, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-148/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_789957_1 • Estimated Amount : 8,45,493/-
5) Name of the Work: Installation of Submersible Pump through Rig Boring System (Depth 130.00 m) and Construction Water Reservoir at Bijra Masjid Para ICDS Centre (CN 93) within Ward No.- 02, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-149/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_790091_1 • Estimated Amount : 7,04,610/-
6) Name of the Work: Improvement of Illumination with Steel Tubular Pole, LED Fittings, Armoured Cable & Extension of LT/OH distribution with Unarmoured Cable & ACSR Conductor at Masjid Mohalla Benachity, Street No.- 14/23 Deshbondhu Nagar, Benachity Village Hari Mandir, Annapurna Nagar different location under Ward No.- 17 of DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-75/24-25
Tender ID : 2024_MAD_790164_1 • Estimated Amount : 5,56,410/-
7) Name of the Work: Repairing of existing Street Light Pole including Painting, Water Proof Cable Box Change, Muffing, Earthing, Welding at Benachity Main Road (Ananda Gopal Mukherjee Sarani) under Ward No.- 14, 15, 17, 18 & 19 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-74/24-25
Tender ID : 2024_MAD_790228_1 • Estimated Amount : 5,99,970/-
8) Name of the Work: Laying of 150 mm Dia. PVC Pipe at Netaji Colony Chasi Para, Installation of 150 mm Dia. Valve at Chasi Para Road and 300 mm Dia. Valve at SBSTC Garrage, Construction of Valve Chamber at Nishanhat Bastee, Replacement of 200 mm Dia. DI Pipe at Kadaroad Hanuman Mandir, Laying of 75 mm Dia. HDPE Pipe Line at Milanpally L Block, Laying of 50 mm Dia. PVC at Akbar Road, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-150/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_790400_1 • Estimated Amount : 8,39,513/-
Last Date : 02nd January 2025, up to 5:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

সন্ধানী চোখ নিয়ে দেখুন সুন্দরবন

শুভাশিস বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্ভার সুন্দর বন। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই অপূর্ব বাদাবন। এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা, কেওড়া ও সুন্দরি গাছের বন, তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী, জীবজন্তু। বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ ও বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য এই সুন্দরবন। যেখানে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। এখানকার মানুষের জীবন কাটে বাঘ-কুমীর, বিষাক্ত সাপের মতো ভয়ংকর সব বিপদ মাথায় নিয়েই। সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দারা মধু, কাঁকড়া ও চিংড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ হারান কখনও বাঘের হাতে, আবার কখনও খাবার হন কুমিরের। এর ওপর বর্ষাকালে সাপের ছোবলে কতজনের প্রাণ যায় তার কোনও হিসেব নেই।

তবে শীত পড়তেই হুজুগে বাঙালির ঘুরতে যাওয়ার অন্যতম ডেস্টিনেশন এই সুন্দরবন। সুন্দরবন মানেই হল বিভিন্ন পশু পাখি, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, ম্যানগ্রোভ ও আরও কত কী! কারণ, সপ্তাহ শেষে ছুটি কাটাতে পরিচিত গণ্ডির একটু বাইরেও বেরোতে চায় কলকাতার মানুষ। আর সেই কারণেই তাঁদের পছন্দের জায়গার মধ্যে অনেকের তালিকাতেই চলে এসেছে সুন্দরবন, ফ্রেজারগঞ্জ বা হেনরি আইল্যান্ডের মতো জায়গা।

তবে সুন্দরবনে যেতে হলে কয়েকটা জায়গা সম্পর্কে একটু জানা থাকা জরুরি। যার মধ্যে রয়েছে, ঝড়খালি, কৈখালি, কলস দ্বীপ, বনি ক্যাম্প, লোথিয়ান দ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালি, হেনরি আইল্যান্ড, মৌসুনি দ্বীপ।

ঝড়খালি

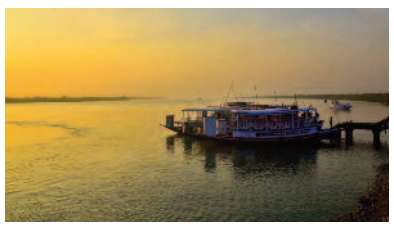

সুন্দরবনের সঙ্গে প্রায় একইসঙ্গে উচ্চারিত হয় এই ঝড়খালির নাম। সুন্দরবনে যাঁরা ঘুরতে যেতে চান, তাঁরা অনায়াসেই যেতে পারেন ঝড়খালি। এখানে রয়েছে ম্যানগ্রোভের অরণ্য। এছাড়া নৌকাতেও আশপাশ ঘুরে দেখতে পারেন। সেই ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে এখানকার আকর্ষণীয় জায়গা হল টাইগার রেসকিউ সেন্টার। এখন বাঘ দেখতেও ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা।

কীভাবে যাবেন: কলকাতা থেকে ঝড়খালির দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। সরাসরি গাড়ি করে বাসন্তী হাইরোড দিয়ে চলে যেতে পারেন ঝড়খালি। না হলে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনে করে ক্যানিং স্টেশন। সেখানে নেমে অটো বা বাসে করে ঝড়খালি পৌঁছনো যেতে পারে।

কোথায় থাকবেন: একই দিনে গিয়ে ফিরে আসতে পারেন ঝড়খালি থেকে। যদি ওখানে রাতে গিয়ে থাকতে চান তার বন্দোবস্তও রয়েছে। রয়েছে হোটেল ও হোম-স্টে। এছাড়া রয়েছে সরকারি বাংলো। নাম ঝড়বাংলো। সেটিতে থাকতে চাইলে আলিপুর থেকে বুক করে নিন।

কৈখালি

সুন্দরবন যেতে চাইলে এই জায়গাটিও সবার তালিকায় থাকবেই। সুন্দরবনের কুলতলি দ্বীপের শেষপ্রান্তে অবস্থিত কৈখালি। ঝড়খালি থেকে নৌকাতেও যাওয়া যায় এই জায়গায়। এখানে ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি মঠ রয়েছে। সেটি দেখে আসতে পারেন। এছাড়া এখান থেকে বোটে করে ঘুরে আসতে পারেন বনিক্যাম্প ও কলস দ্বীপ।

কীভাবে যাবেন: কলকাতা থেকে সরাসরি যেতে পারেন জয়নগর। সেখানে নেমে অটো করে চলে যেতে পারেন কৈখালি। এছাড়া গাড়ি নিয়ে বারুইপুর, জয়নগর হয়ে কুলতলি যেতে পারেন।

কোথায় থাকবেন: এখানে ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি থাকার জায়গা রয়েছে। জয়নগর থেকে সেটি বুক করতে হয়।

সুন্দরবনের অফবিট জায়গা বলতেও বেশ কয়েকটি জায়গা রয়েছে। যেখানে মানুষ খুব বেশি যায় না। এই তালিকার মধ্যে পড়ছে কলস দ্বীপ, বনি ক্যাম্প, লোথিয়ান দ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালি, হেনরি আইল্যান্ড, মৌসুনি দ্বীপ।

কলস দ্বীপ ও বনি ক্যাম্প

সুন্দরবন ও তার প্রকৃতির অপূর্ব এক মেল বন্ধন হল বনিক্যাম্প ও কলস দ্বীপ। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হলো, প্রকৃতি,জীবজগত ও মানব জগতের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন।

কীভাবে যাবেন: এই দ্বীপে যেতে গেলে আপনাকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে ক্যানিং লোকালে উঠে আপনাকে ক্যানিং স্টেশনে নামতে হবে। ওখান থেকে যে কোনও গাড়ি করে যেতে হবে ঝড়খালি। এরপর ঝড়খালি থেকে লঞ্চ বা নৌকায় পেঁছোনো যায় কলসদ্বীপে।

কোথায় থাকবেন: এখানে বনবিভাগের ক্যাম্প-এ থাকতে পারেন। বুকিংয়ে জন্য যোগাযোগ করতে হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগ সঙ্গে।

লোথিয়ান দ্বীপ

এই শীতের মরসুমে আপনিও ঘুরে আসতে পারেন সুন্দরবনের লোথিয়ান দ্বীপ থেকে। এই লোথিয়ান দ্বীপের সৌন্দর্য ছেড়ে ইঁট-বালি, অয়াসফল্টে মোড়া শহুরে জীবনে ফিরতে মন চাইবে না।

লোথিয়াম দ্বীপটির দূরত্ব কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। যেতে সময় লগে মাত্র ২ ঘন্টা। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বঙ্গোপসাগরের কাছে সপ্তমুখী নদীর মোহনায় ঘন ম্যানগ্রোভে ঘেরা এই দ্বীপের অবস্থান।

এবার জেনে নেওয়া যাক এই বিশেষ দ্বীপে এসে আপনি কী কী দেখবেন সে ব্যাপারে। জঙ্গলের মধ্যেই তৈরি করা রয়েছে এখানকার অন্যতম আকর্ষণ সুবিশাল ও উঁচু ওয়াচ-টাওয়ার। আর এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে অনায়াসেই বন্যপ্রাণ নজরে আসে। এছাড়া বনবিবির মন্দির, অভয়ারণ্যের অন্যতম আকর্ষণ। সুযোগ রয়েছে রঙ-বেরঙের পাখি দেখারও। পাশাপাশি সুন্দর ব্যবস্থাও রয়েছে নৌকা বিহারের। আর কপাল যদি ভালো থাকে তাহলে দেখা পেতে পারেন দক্ষিণ রায়েরও। এছাড়া দেখতে পারেন কুমির, হরিণ সহ আরো অনেক পশুপাখি।

কীভাবে যাবেন: এখন নিশ্চয়ই ভাবছেন যে কীভাবে যাওয়া যেতে পারে এই লোথিয়াম দ্বীপে। প্রথমে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নামখানা লোকালে উঠে নামখানা স্টেশনে নেমে নদীপথে যাওয়া যায়। এছাড়াও শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা ক্যানিং লোকালে উঠে ক্যানিং স্টেশনে নেমে সেখান থেকে অটো বা ট্রেকারে করে যেতে হবে সজনে খালি। এরপর সজনে খালি থেকে বোর্ড ভাড়া করে অভয়ারণ্যে যেতে পারেন।

কোথায় থাকবেন: থাকার জন্য রয়েছে সরকারি ট্যুরিস্ট লজ। তবে আগে থেকে বুক করতেই হবে এই সরকারি ট্যুরিস্ট লজ।

ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালি

ফ্রেজারগঞ্জের মূল আকর্ষণ হল সাত কিলোমিটার বিস্তৃত রুপোলি সৈকত। এখান থেকে গঙ্গাবক্ষে সূর্যাস্ত বা সুর্যোদয়ের সৌন্দর্য দেখার মজাটাই আলাদা। এই সমুদ্র সৈকতে ইতি-উতি নজরে আসবে লাল কাঁকড়া। আরও একটা কথা না বললেই নয়, পরিযায়ী পাখি দেখার আদর্শ স্থান এই ফ্রেজারগঞ্জ। সামুদ্রিক ঈগল থেকে কালচে মাথার মাছরাঙা, নানা ধরনের রঙ-বেরঙের পাখিরা ভিড় জমায় এখানে। এছাড়াও সৈকতে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ঘুরে আসতে পারেন বনবিবির মন্দিরে। ফ্রেজারগঞ্জের অদূরেই বকখালি। জম্বুদ্বীপ আর হেনরি আইল্যান্ডও খুব একটা দূরে নয়।

কীভাবে যাবেন: ফ্রেজারগঞ্জ যেতে হলে কলকাতা থেকে বকখালি যাওয়ার প্রচুর বাস রয়েছে। বকখালি থেকে ফ্রেজারগঞ্জ খুব কাছেই। এছাড়াও শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে নামখানা নেমে নৌকায় নদী পার হয়ে বাসেও যাওয়া যায় বকখালি। সেখান থেকে ফ্রেজারগঞ্জ।

কোথায় থাকবেন: থাকার জন্য ছোটো বড়ো অনেক হোটেল রয়েছে।

হেনরি আইল্যান্ড

বকখালি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের উপকূলের এই হেনরি আইল্যান্ডে মিলবে শান্ত এক পরিবেশ।

কীভাবে যাবেন: ফ্রেজারগঞ্জ বকখালিতে গেলে হেনরি দ্বীপে যাওয়াটা কিন্তু কোনও ব্যাপারই নয়।

কোথায় থাকবেন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে হেনরি আইল্যান্ডে বেশ কয়েকটি সুন্দর রিসর্ট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। দ্বীপে রয়েছে বেশ কয়েকটি হোটেলও। অনেকে আবার বকখালিকে বেস পয়েন্ট বানিয়ে একদিনের জন্য ঘুরে আসেন এই সুন্দর ম্যানগ্রোভের দ্বীপে।

মৌসুনি দ্বীপ

বকখালির খুব কাছেই এই মৌসুনি দ্বীপ। তিনদিকে বঙ্গোপসাগর এবং একদিকে একটি নদী চলে গেছে। ফলে সব মিলিয়ে একটি দ্বীপের আকার দিয়েছে।

কীভাবে যাবেন: বকখালি থেকে বেশি দূরে না এই দ্বীপ।

কোথায় থাকবেন: এখানে গেলে আপনি থাকতে পারেন কটেজে, আবার চাইলে থাকতে পারেন টেন্ট বা তাবুতেও। তবে তাবুতে থাকাটা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে মৌসুনিতে গেলে। তবে মনে রাখবেন, মৌসুনিতে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই।

মুক্তি পার্ক

নিভৃতে কোলাহলমুক্ত সময় কাটাতে চাইলে চলে আসুন সুন্দরবনের মুক্তি পার্কে। এই পার্কে থাকার জন্য রয়েছে বাঁশ ও মাটির কাঠামোর সুন্দর ঘর। এই পার্কের কোনও প্রবেশ মূল্য নেই। জঙ্গল লাগোয়া এই পার্কে গেলেই আপনি ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ছোঁয়া পাবেন।

কীভাবে যাবেন: এই পার্কে আসতে হলে আপনাকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার মথুরাপুর রেলস্টেশনে নামতে হবে। ভাড়া মাত্র ২০ টাকা। সেখান থেকে বাসে চেপে রায়দিঘি ভাড়া মাত্র ৪০ টাকা। এরপর সেখান থেকে যে কোনও গাড়িতে চেপে দমকল পূর্ব শ্রীধরপুরে যেতে হবে। প্রায় ৫০ টাকা ভাড়া পড়বে সেখানে।

কোথায় থাকবেন: এখানে থাকার জন্য মুক্তির অফিসে আগে থেকে যোগাযোগ করতে হবে। ২০০০ টাকার মধ্যেই রুম পাবেন আপনি সেখানে। আপনি এখানে এলে দেখতে পাবেন ম্যানগ্রোভ অরণ্য, নদী ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, সুন্দরবনের বিপন্নতাও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রে। প্রায়শই এমন বিজ্ঞাপন সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে চোখে পড়ে মৌসুমী দ্বীপে বিচ ক্যাম্পিং (সাথে ফ্রি বার্বিকিউ চিকেন) -এর মতন বিজ্ঞাপন। এমনকি প্রথম সারির এক বাংলা সংবাদপত্রেও কলকাতার কাছের ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন গুলির মধ্যে বারবার উঠে আসছে এই মৌসুনি দ্বীপের কথা। অথচ, এদিকে পরিবেশবিদরা জানাচ্ছেন, সুন্দরবনের একটা বিরাট অংশ বা কয়েকটি অঞ্চল বা দ্বীপ ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ, ভূ-উষ্ণায়নের জন্য সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধির কারণেই এমন ঘটনার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এই তালিকায় রয়েছে এই মৌসুনী দ্বীপও। এখনও মানুষ অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে পাড়ি জমান এই মৌসুনীতেই। প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে কিভাবে বেঁচে আছেন ওখানকার মানুষ তা দেখতে আর উপভোগ করতে যাওয়াই এখানকার আরও এক আকর্ষণ।

আমাদের মতন শহুরে পর্যটকদের কাছে সুন্দরবন মানে দুই রাত তিনদিন বা তিনরাত চারদিনের একটা প্যাকেজ। যাতে অবধারিত ভাবে থাকবে লোভনীয় খাবারের হাতছানি আর মনে থাকবে বাঘ দেখার আকাঙ্খা। আর সন্ধানী চোখ দিয়ে পর্যটকদের বাঘ দেখতে না পাবার হতাশায় বলে ওঠা 'এখানে কিচ্ছু নেই'। শুধুমাত্র বাঘ দেখার তাড়নায় সুন্দরবনের বাকি অনেক কিছুই থেকে যায় অদেখা। শুধুমাত্র বৈচিত্রময় প্রাণী আর উদ্ভিদ নয় ভারতীয় সুন্দরবনকে ঘিরে রয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ। তাঁরা কেমন ভাবে বেঁচে আছেন বা কিভাবে তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা সুন্দরবনের বাইরের মানুষরা অতটা উৎসাহী নই। শুধুমাত্র আয়লার মতন কোনও ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে এলে আমরা ভাবি সুন্দরবনকে নিয়ে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সুন্দরবনে মাছ ধরতে বা মধু সংগ্রহ করতে যাওয়া মানুষদের উপর বাঘের আক্রমণের ঘটনার ছোট্ট বিবরণও আমাদের চোখ এড়ায় না। কিন্তু এই মানুষগুলোকে কিসের তাড়নায় বনে যেতে হয় তা জানার আমাদের সুযোগ নেই, বা বলা ভালো সময় নেই।

সুন্দরবনের জি প্লটের গোবর্ধনপুর আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে নতুন পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে। এখনকার সমুদ্র সৈকতে ভিড়ও জমাচ্ছেন উৎসাহী মানুষেরা। অথচ এই গ্রামেই এমন অনেক ঘর মানুষ বসবাস করেন যাঁদের ঘর, ভিটে গ্রাস করেছে বঙ্গোপসাগর। একবার নয়, দু'বার বা একাধিকবার। সাগর একটু একটু করে এগিয়ে আসছে আর মানুষ একটু একটু পিছোচ্ছেন। সুন্দরবনের বেশিরভাগ মানুষই পালিয়ে না এসে লড়াই করছেন প্রকৃতির সাথে। যদিও এ এক অসম লড়াই। প্রতি ভরা কোটাল বা দুর্যোগের পর এই মানুষগুলো নতুন ভাবে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে ওঠেন। শহুরে পর্যটকদের এইসব ভাবনার অতীত। তারা বরং ছবি তোলার সাবজেক্ট খোঁজেন এই বিপন্নতার মাঝে। সৈকতে পড়ে থাকে পর্যটনের অভিশাপের সাক্ষী হয়ে বিয়ারের বোতল, ডাবের জল খাবার স্ট্র-এর মতো আরও কতো কিছু। এত কিছুর মাঝেও প্রান্ত সুন্দরবনের মানুষরা মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন। তাঁদের অভিব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায় নিখাদ আত্মবিশ্বাস। যখন বলেন, 'যেখানে ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত্রি সেখানেও তো মানুষ থাকে।'